LIFE

oF

RAJA KRISHNA CHUNDER ROY

REVISED EDITION.

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত।

শ্রীযুত রেবরেণ্ড জে লং সাহেব মহোদয়ের

আদেশানুসারে

শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানির

উদ্যোগে

প্রকাশিত

কলিকাতা

কালেজ ষ্টৈমবর্স লেনের

বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দা ১৭৮০

মূল্য ॥০ আট আনা

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকের নাম "রাজাকৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত"। কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতা পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষের বৃত্তান্তও বর্ণিত আছে, এবং ইংরাজবাহাদুর ভারতবর্ষে যেরূপেম্বুরশিদাবাদের নওয়াবের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজত্ব লাভ করেন তাহার বিষয়ও বিস্তারিতরূপ বর্ণিত আছে। তবে, পুস্তকের অধিকাংশই মহারাজ কষ্ণচন্দ্র রাযের বিবরণ, এই নিমিত্ত ইহার ঐ নাম হইয়াছে।

এই গ্রন্থ, বহু দিন হইল শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রিত হয়, তৎপরে ১৭৭৮ ও ৭৯ শকে শ্রীযুত আর, এম, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা বেঙ্গাল সুপীরিয়র যন্ত্রে ও তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রে আর দুই বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবং শ্রীযুত রেবরেণ্ড জে, লং সাহেব মহোদয়ের আদেশানুসারে পঞ্চমবার মুদ্রিত হয়। এক্ষণে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশানুসারে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে ষষ্ঠ ম বার মুদ্রিত হইল। পূর্ব্বে কএক বারেই প্রায় গ্রন্থের অনেক স্থলে ভাষার বিন্যাস বিপর্য্যয় ইত্যাদি নানা প্রকার দোষ ছিল,আমি শ্রীযুতগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বারা সেই সকল দোষ শোধন করিয়া বহুতর যত্নে পুনর্ম্মুদ্রিত করিলাম যদি কিঞ্চিৎ ক্রটি হইয়া থাকে, পাঠক মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া অবশ্যই ক্ষমা করিবেন।

ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮০ শক

শ্রীগোপীনাথ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং

২ ১৩১৯

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের
জীবন চরিত।

বঙ্গ দেশের মধ্যে হাবিলি পরগণার অন্তঃপাতি কাঁকদি গ্রামে, কাশীনাথ রায় নামে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঐ পরগণা তাঁহারই জমিদারী ছিল। ঢাকার সুবার সহিত রাজস্ব বিষয়ে রায় মহাশয়ের বিবাদ হয়, তাহাতে তিনি পরাভূত হওয়াতে আপনার অধিকার হইতে পরিচ্যুত হয়েন। তাঁহার এই বিপৎপাত হইলে, তিনি আর সে দেশে না থাকিয়া স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিতে কবিতে বাগুয়ান পবগণায় বিশ্বনাথ সমাদ্দারেব বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সমাদ্দারতাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে যথোচিত সমাদার পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তিনি আপনার বাটীর মধ্যে তাঁহাদের বাসগৃহ নিরূপিত করিয়া দিলেন, এবং স্বীয় কন্যাপুত্রেব ন্যায় তাঁহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কাশীনাথ রায়, সমাদ্দারের আলয়ে কিছুকাল বাস করেন, একদিন রজনীতে রাণী রায়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, আমার শরীরের যে প্রকা-

র ভাব দেখিতেছি যেন আমার গর্ব্ব হইল বোধ হইতেছে রাণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রায়ের অন্তঃকরণে এক প্রকার অনুপম আনন্দের-উদয় হইল বটে, কিন্তু উহার সঙ্গে সঙ্গেই নানাপ্রকার চিন্তাও আসিয়া আবির্ভূত হইল তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন হায়! একে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পরগৃহে বাস ও পর অন্নে জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাতে আবার এই সময়ে রাণী গর্ব্ববতী হইলেন, কিপ্রকারেই বা রাণী এখানে প্রসব হইবেন এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহাঁর সুতিকা কার্য্য সমুদয় সম্পন্ন করিব। এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে রায় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া গত রাত্রের বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিলেন, অনন্তর সমাদ্দারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করিয়া কহিলেন হে পিতঃ! আমারা আপনার সন্তান-তুল্য এবং আপনিও আমাদিগকে সেই ভাবে ভরণ পোষণ করিতেছেন, কিন্তু এক্ষণে আমাদের যে দুঃসময় তাহা আপনি সকলই জানেন, অতএব আমাদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিবেন; আপনার নিকট অধিক আর কি প্রার্থনা করিব। সমাদ্দার এতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রায়কে অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং রাণীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন।

যখন রায় দেখিলেন যে তাঁহার ভার্য্যার প্রতি সমাদ্দার সমধিক স্নেহান্বিত হইয়াছেন, এবং প্রণাধিকা দুহিতার ন্যায় তাঁহাকে প্রতিপালন করিতেছেন, তখন তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন হায়। আমি রাজ্যচ্যুত হইলাম, হত-সর্ব্বস্ব হইলাম, আর কত কাল এরূপে পর-গৃহে থাকিয়া জীবন যাপন করিব। একবার হস্তিনাপুরে গিয়া ইহর একটা উপায় না করিয়া আর নিরস্ত থাকা যায় না। হস্তিনাপুরে গমন করাই যখন তাঁহার যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল, তখন তিনি আপনার প্রতিপালক সমাদ্দার কিম্বা প্রাণসমা প্রীয়তমা পত্নী কাহাকেও কিছু না বলিয়া অতীব গোপনভাবে আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ একাকী হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। রায় এইরূপে অন্তর্হিত হইলে সমাদ্দার তাঁহার অনেক অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে কোন সন্ধান না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন।

একদিকে তাঁহার পত্নী যখন সকলের মুখে স্বীয় পতির নিরুদ্দেশবার্ত্তা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন এককালে আপনাকে মহা বিপদগ্রস্ত জ্ঞান করিয়া অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া দিবা রাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। সমাদ্দার তাঁহাকে অশেষবিধ প্রবোধ দিয়া কহিলেন কেন মা, তুমি রোদন কর, আমি যখন তোমার

পিতা বর্ত্তমান আছি, তখন তোমার চিন্তা কি? তোমার পতি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন বলিয়া যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব তাহা কখনই মনে করিও না, যত কাল জীবিত থাকিব, তোমাকে আমার কণ্ঠের আভরণ স্বরূপ করিয়া রাখিব। সমাদ্দারের এই সকল প্রিয়তম প্রবোধ বচনে রাণী শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন পিতঃ, তোমা ভিন্ন আমার আর অন্য কেহ নাই, এক্ষণে আমি তোমার নিতান্ত শরণাপন্না জানিবেন। স্ত্রীলোক সসত্ত্বাবস্থায় পিত্রালয়ে থাকিয়া যে প্রকার সুখে অবস্থান করে, সমাদ্দার রাণীকে সেই ভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রসব কাল উপস্থিত হইলে রাণী একটী পরম সুন্দর পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। চিরবাঞ্ছিত প্রাণ-তুল্য সন্তানের মুখ-চন্দ্র সন্দর্শন করিয়া, রাণী পুলকে পূর্ণ হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতাকে বাটীর মধ্যে আসিতে বল, তিনি আসিয়া আমার পুত্রের মুখ দেখুন। সমাদ্দার এই শুভ সংবাদ পাইয়া সুতিকাগারের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলে, রাণী কহিলেন পিতঃ, তোমার দৌহিত্রের মুখ দর্শন কর। সমাদ্দার পরমসুন্দর নবপ্রসূত বালকটীকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে সন্তানটী সুলক্ষণাক্রান্ত বটে। পুত্রটী দিন দিন শশিকলার ন্যায়, বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাদ্দারও তাহাকে আপন দৌহিত্র ভাবে লালন পালন করিতে

লাগিলেন। অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইলে অন্নপ্রাশন দিয়া তাহার নাম শ্রীরাম রাখিলেন। ঐ বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে লোকে তাহাকে জানিল যে সমাদ্দারেরদের বালক এবং সকলে তাহাকে রাম রায় না বলিয়া রামসমাদ্দার বলিত।

এই রূপে কিছুকাল যায়, রায় যে হস্তিনাপুর গমন করিলেন তাঁহার আর পুনরাগমন হইল না। সমাদ্দার বিবেচনা করিলেন বালকের যজ্ঞোপবীতের সময় উপস্থিত, অতএব প্রধান প্রধান পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যেমত কহেন সেই মত কার্য্য করিব। এই সকল বিবেচনা করিতে কবিতে কাশীনাথ রায়ের অনুদ্দেশ কাল দ্বাদশ বৎসর গত হইল। পরে সমাদ্দারপণ্ডিতের ব্যবস্থা মতে রায়েব শ্রাদ্ধ করাইয়া শ্রীরামের যজ্ঞোপবীত দিয়া বিবাহ দিলেন।

কিছুকাল পবে শ্রীরাম সমাদ্দারের জায়া গর্ব্ভবতীও যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। রাম সমাদ্দার সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত চন্দ্র-তুল্য পরম রূপবান্ পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন বুঝি এই পুত্র হইতে আমাদিগেব কুলউজ্জ্বল হইবেক; এই ভাবিযা আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন। পুত্র দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তিনি তাহার অন্নপ্রাশনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া ভবানন্দ নাম রাখিলেন।

ক্রমে ক্রমে রামসমাদ্দারের তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠ

ভবানন্দ, মধ্যম হরিবল্লভ, কনিষ্ঠ সুবুদ্ধি। ভবানন্দ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় অতিশয় তেজস্পুঞ্জ। পঞ্চম বর্ষ অতীত হইলে ভবানন্দ বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শ্রুতিধর, যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ তাহা অভ্যাস করেন। প্রথমে শাস্ত্র পাঠ, পশ্চাৎ বাঙ্গালা লিখন পঠন এবং- পারসি ও আরবি ইত্যাদি নানা বিদ্যায় বিশারদ হইলেন, অস্ত্রবিদ্যাতে অতিবড ক্ষমতাপন্ন, হয়ারোহণে নলরাজার ন্যায়, সর্ব্ব বিদ্যায় বৃহস্পতির তুল্য। রামসমাদ্দার দেখিলেন পুত্র সর্ব্ব বিদ্যায় অতিশয় গুণবান্ হইল; মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এখন পুত্র রাজধানী গমন করিলে উত্তম হয়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ অতিত্বরায় দিতে হইযাছে, এই রূপ স্থির করিয়া ভবানন্দের বিবাহ দিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার তিন পুত্রেরই বিবাহ হইল।

ভবানন্দ অন্তঃকরণে নানা প্রকার বিবেচনা করিলেন, আমার বাটীতে থাকা পরামর্শ নহে, আমি রাজধানীতে গমন করি। ইহাই স্থির করিয়া পিতাকে কহিলেন, পিতঃ আমি বাটীতে থাকিব না রাজধানীতে গমন করিব। রামসমাদ্দার কহিলেন উপযুক্ত পরামর্শ করিযাছ, শুভ দিন স্থির করিয়া যাত্রা কর। পিতার অনুমতি পাইয়া ভবানন্দ কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া দিব্য যানে রাজধানীতে গমন করিলেন। তখন রাজধানী ঢাকায় ছিল। ভবানন্দ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া উত্তম এক স্থানে রহিলেন এবং সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে

লাগিলেন। বঙ্গাধিকারীর নিকট যাতায়াত করিতে করিতে তাঁহার নিকটে প্রতিপন্ন হইলেন। বঙ্গাধিকারী মহাশয় দেখেন ভবানন্দ অতি গুণবান্। তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ভবানন্দকে এক প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; এবং রায় মজুমদার এই খ্যাতি দিলেন। সেই অবধি খ্যাতি হইল ভবানন্দ রায় মজুমদার। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভবানন্দ রায় মজুম দারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও উন্নতি হইয়া উঠিল কিছুকাল পরে যশোহর নগরে প্রতাপাদিত্য নামে রাজা অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া রাজকর নিবারণ করিলেন‡।

ঢাকার বাদশাহ, রাজা মানসিংহকে রাজবিদ্রোহাচারী প্রতাপাদিত্যকে ধরিতে আজ্ঞা করিলেন, কহিলেন তুমি যাইয়া শীঘ্র প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আন। তাহাতে রাজা মানসিংহ যে আজ্ঞা বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা স্বীকার করিলেন। অনন্তর অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন রাজা প্রতাপাদিত্য বড় দুর্বৃত্ত, এবং সেই দুরাচারী রাজাকে শাসন করিতে সুবা আমাকে আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু সেই দেশীয় এক জন উপযুক্ত মনুষ্যের আশ্রয় পাইলে ভাল হয়। ভবানন্দ রায় মজুমদার পূর্ব্বাবধি রাজা মানসিংহের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাহাতেই রাজা মানসিংহ তাঁহাকে

‡ এই সকল বৃত্তান্ত প্রতাপাদিত্যচরিত্রে বিস্তারিত আছে।

বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন, এক্ষণে স্মরণ হইল যে ভবানন্দ রায় মজুমদার সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এবং গৌড়নিবাসী, অতএব বঙ্গাধিকারীকে কহিয়া রায়মজুমদারকে সঙ্গে লই। ইহা স্থির করিয়া রাজা মানসিংহ বঙ্গাধিকারীকে কহিলেন ভবানন্দ রায় মজুমদারকে আমাকে দেউন, আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। বঙ্গাধিকারী তাহা স্বীকার করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে অত্যন্ত খেদ হইল যে এমন চাকর আর কখন পাইব না; কি করেন অগত্যা সম্মত হইতে হইল। পরে রায়মজুমদারকে ডাকিয়া কহিলেন তোমাকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে যাইতে হইল। রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন কোন্ দেশে যাইতে হইবেক। তাহাতে বঙ্গাধিকারী কহিলেন, গৌড়ে যশোহর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্য রাজকর বারণ করিয়াছে; তাহাকে ধরিতে রাজা মানসিংহ যাইতেছেন, তুমিও তাঁহার সহিত গমন কর। রায়মজুমদার যে আজ্ঞা বলিবা, স্বীকার করিলেন। পরে রাজা মানসিংহ ও ভবানন্দ রায়মজুমদার প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে গৌড়ে প্রস্থান করিয়া দুই মাসে বালুচর গ্রামে উপনীত হইলেন। মানসিংহ রায়মজুমদারকে কহিলেন রায়মজুমদার! এ স্থানের নাম কি? তাহাতে রায়মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এ স্থানের নাম বালুচর; গঙ্গার চরেতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা

মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্ব স্থান, এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন আমি কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করিব। রায়-মজুমদার সকল সৈন্যকে কহিলেন তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর। কিছুকাল পরে রাজা মানসিংহ রায়-মজুমদারকে আজ্ঞা করিলেন সকল সৈন্যকে সংবাদ দেও, কল্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। মজুমদার আজ্ঞানুসারে যাবতীয় সৈন্যকে ভেরীর নাদে জানাইলেন যে কল্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবেক। পরদিবস সৈন্যগণের সহিত রাজা মানসিংহ গমন করিলেন।

এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায়মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন্ স্থান? রায়মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এস্থানের নাম বর্দ্ধমান, পূর্ব্বে রাজা বীরসিংহ এস্থানের অধিপতি ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পুত্র রাজা ধীরসিংহ রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ধীরসিংহ শ্রবণ করিলেন যে রাজা মানসিংহ রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে নব লক্ষ সৈন্য সঙ্গে আসিয়াছেন। তখন তিনি নিজ পরিচারক ও সৈন্যগণের প্রতি আজ্ঞা দিলেন তোমরা সকলে সসজ্জ হও, আমি রাজা মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, এবং নানা প্রকার সামগ্রী ভেট দিতে হইবেক, তাহার আয়োজন কর। রাজা ধীরসিংহের আজ্ঞানুসারে তাঁহার ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিল।

তৎপরে রাজা ধীরসিংহ দিব্য যানে অরোহণ করিয়া ভেটের দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া মহারাজ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। অগ্রে এক জন প্রধানাদূত রায়মজুমদারের নিকট যাইয়া নিবেদন করিল যে বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন; মহারাজের নিকটে আপনি যাইয়া নিবেদন করুন। যথাক্রমে রায় মজুদার রাজা মানসিংহকে নিবেদন করিলেন মহারাজ ' বর্দ্ধমানের রাজা ধীরসিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। রাজা মানসিংহ কহিলেন আসিতে কহ। পরে রাজা ধীরসিংহ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ভেটের দ্রব্য দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম্র,কাঁঠাল,নারিকেল, গুবাক, শ্রীফল, আতা, ও আর আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র উত্তমং সুতার বস্ত্র, বনাত, মখমল এবং চুনি, চন্দ্রাকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি, নীলকান্তমণি, অয়স্কান্তমণি এবং সহস্র সহস্র সুবর্ণ। এইরূপ ভেটের দ্রব্য দর্শন করিয়া এবং রাজার শিষ্টতা দেখিয়া রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীরসিংহকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। রাজা ধীরসিংহ নানা প্রকার শিষ্টাচার করিয়া কহিলেন মহারাজ ' আমার নগরে ভাগ্যক্রমে এবং আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন প্রযুক্ত এস্থলে মহারাজের আগমন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজা ধীর সিংহকে হস্তী ঘোটক এবং দিব্য রাজবস্ত্র,মুক্তার মালা,

নানাবিধ আভরণ প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন আমি তোমার নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিব। রাজা ধীরসিংহ নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা। তাহার পর ধীরসিংহ প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পর দিবস রাজা মানসিংহ রাজা ধীরসিংহের নগর ভ্রমণ করিতে গমন করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের সুড়ঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার উত্তর করিলেন, রাজা বীরসিংহের বিদ্যা নামে এক কন্যা ছিল, সে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা। সে প্রতিজ্ঞা করিলেক, "যে আমাকে শাস্ত্র-বিচারে পরাভব করিবেক, আমি তাহাকে পতিত্বের বরণ করিব"। এই সংবাদ দেশদেশান্তর প্রচার হইলে অনেকানেক রাজপুত্র বিদ্যালাভে লোভী হইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন, কিন্তু বিদ্যার নিকটে শাস্ত্র-বিদ্যায় পরাভূত হইয়া ভগ্নমনোরথে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অবশেষে দক্ষিণ দেশস্থ কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু মহারাজের তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান এবং সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় এক যুবা পুরুষ দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া পিতা মাতাকে না কহিয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন, এবং হীরা নাম্নী মালিনীর বাটীতে প্রচ্ছন্ন বেশে বাস করিয়া রহিলেন। সেই সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার নিকট যাইয়া শাস্ত্র-বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গান্ধর্ব্ব

বিধানে বিবাহ করেন ইহার। বিস্তার চোরপঞ্চাশৎ নামক গ্রন্থে আছে। মহারাজ' এ সেই সুড়ঙ্গ। রাজা মানসিংহ আজ্ঞা করিলেন; সে গ্রন্থ আনিয়া আমাকে শুনাও। রায় মজুমদার চোরপঞ্চাশৎ শ্লোক আনাইয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন।

পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রায়মজুমদারকে কহিলেন আমি তোমার বাটী হইয়া যাইব। রায়মজুমদার যে আজ্ঞা বলিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। রায় মজুম দার নানা জাতীয় ভেটের সামগ্রী রাজার সম্মুখে আনিলেন। রায় মজুমদারের আহ্লাদ ও ভেটের আয়োজন দেখিয়া রাজা মানসিংহের অত্যন্ত তুষ্টি জন্মিল। ইতিমধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল, রাজা মানসিংহের সঙ্গে নয় লক্ষ সৈন্য, খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহাব্যস্ত। রায়মজুমদার যাবতীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। সপ্তাহ এই প্রকার ঝড় বৃষ্টি হইল, কিন্তু ভবানন্দের আশ্রয়ে হস্তী ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি কাহারই কিছ ক্লেশ হইলনা; ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায মজুমদারের প্রতি অতিশয

সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন; তবে তোমারও উপকারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাৎ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছু দিন পরে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারও মানসিংহের সহিত চলিলেন। এক দিবস রাজা মানসিংহ, রায়মজুমদারকে কহিলেন, তুমি আমার অনেক সাহায্য করিয়াছ; অতএব তোমার কোন বাসনা থাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। ইহা শুনিয়া রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে বাগুয়ান পরগণা আমার জমিদারী আজ্ঞা হয়। রাজা মানসিংহ স্বীকার করিয়া কহিলেন যে, ঢাকায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। ভবানন্দ রায়মজুমদার অন্তঃকরণে যথেষ্ট আহ্লাদিত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বুঝি আমার প্রতি কুললক্ষ্মীর কৃপা হইল।

রাজা মানসিংহ জয়ী হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া বাদশাহ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ-প্রসাদ দিবেন তাহার আয়োজন করিতে আজ্ঞা করিলেন। প্রধান মন্ত্রীরা সামগ্রী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটীতে এক আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। তাহার বৃত্তান্ত এই-বড়গাছি নামে এক গ্রাম আছে, তাহাতে হরি হোড়ের বসতি। এই ব্যক্তি অতিশয় ধনবান্, পুণ্যাত্মা, অত্যন্ত ধার্ম্মিক; লক্ষ্মী সর্ব্বদা স্থির হইয়া তাঁহার নিবাসে বসতি করেন; বহুকাল এরূপে গত হয়। হরি হোড়ের বিস্তর পরিবার হওয়াতে সর্ব্বদাই সংসারে বিবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল, বাটীর মধ্যে হট্টের ন্যায় কোলাহল। লক্ষ্মী বিবেচনা করিলেন এ বাটীতে আর তিষ্ঠান গেল না; অতএব আমার পরম ভক্ত ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে গমন করি; এই স্থির করিয়া হরি হোড়ের বাটী হইতে ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে চলিলেন। পথের মধ্যে স্মরণ হইল নদীর নিকট ঈশ্বরী পাটনী আছে, সে আমার অনেক তপস্যা করিয়াছে, তাহাকে দর্শন দিয়া বর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ মজুমদারের বাটীতে যাইব। এই চিন্তা করিয়া পরম সুন্দরী এক কন্যা হইলেন, কুক্ষিদেশে প্রকটি ঝাঁপি লইয়া নদীর নিকটে যাইয়া কহিলেন, ঈশ্বরী পাটনী। আমাকে পার করিয়া দাও। ঈশ্বরী পাটনী কহিল, মা তুমি কে? অগ্রে আমাকে পরিচয় দাও পশ্চাৎ পার করিব। ইহা শুনিয়া লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরি। আমি ভবানন্দ মজুমদারের কন্যা; শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম সেখানে বিবাদের জ্বালাতে তিষ্ঠিতে পারিলাম না, এখন পিত্রালয়ে যাইতেছি। ইহা শুনিয়া ঈশ্বরী পাটনী কহিল,

মা! তুমি মজুমদার মহাশয়ের কন্যা নও, তাঁহার কন্যা হইলে এ বেশে একাকিনী কেন যাইবে; কিন্তু আমার অন্তঃকরণে উদয় হইতেছে তুমি লক্ষ্মী, মজুমদারকে কৃতার্থ করিতে গমন করিতেছ; আমি অতি দুঃখিনী আমাকে আত্ম-পরিচয় দেউন। তাহাতে লক্ষ্মী হাস্য করিলেন। ঈশ্বরী পাটনী পরমাহ্লাদে শীঘ্র নৌকা আনিয়া কহিল, মা! নৌকায় বৈস। লক্ষ্মী নৌকায় বসিয়া দুইখানি পদ জলে রাখিলেন। ঈশ্বরী কহিল, মা গো! জলে নানা হিংস্র জন্তু আছে, কি জানি পাছে পদে দংশন করে, পা দুখানি তুলিয়া বৈস। তাহাতে লক্ষ্মী কহিলেন পদ কোথায় রাখিব। পাটনী কহিল পা দুখানি জলসেচনীর উপর রাখ। ছদ্মবেশিনী কন্যা ইহা শুনিয়া জলসেচনীতে পদ রাখিলেন। জলসেচনীতে পদ স্পর্শ হইবা মাত্রেই সেচনী স্বর্ণ হইল। ঈশ্বরী পাটনী তাহা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, ইনি সামান্যা নন, জগজ্জননী; ছল করিয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। ঈশ্বরী পাটনী লক্ষ্মীর পদে নত হইয়া প্রণাম করিয়া বহুবিধ স্তব করিল। তখন লক্ষ্মী হাস্য করিয়া কহিলেন ঈশ্বরী পাটনী! তুমি আমার অনেক তপস্যা করিয়াছ, আমি বড় তুষ্ট হইয়াছি, বর যাচ্ঞা কর। ঈশ্বরী পাটনী কহিল মা! তোমার কৃপায় আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইল, যদি বর দিবেন তবে অনুগ্রহ করিয়া এই বর দেনড় যে, আমার সন্তান যাবৎ জীবিত থাকিবেক যেন দুঃখ না

পায় এবং দুধ ভাত খায়। কন্যা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বর পাইয়া ঈশ্বরী পাটনী আনন্দার্ণবে মগ্না হইয়া ভবানন্দ মজুমদারের বাটীতে গেল, ও তাঁহার গৃহিণীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিল। মজুমদারের বনিতা আনন্দ সাগরে মগ্না হইয়া ঈশ্বরী পাটনীকে দিব্য বস্ত্রাভরণে সন্তুষ্ট করিলেন; পশ্চাৎ পুরবাসিনীরা সকলে আসিয়া জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল, আহ্লাদের সীমা রহিল না। রজনীযোগে ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী স্বপ্নে দেখিলেন, এক দিব্যাঙ্গনা কন্যা তাঁহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিতেছেন যে আমি তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং আমার একটী ঝাঁপি তোমার ঘরে রাখিয়াছি, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজা করিও, এবং ঝাঁপিটী খুলিও না। রায় মজুমদারের স্ত্রী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, ঘরের মধ্যস্থলে ঝাঁপি রহিয়াছে। স্নান করিয়া ঝাঁপি মস্তকে লইয়া এক পবিত্র স্থানে রাখিয়া বিবিধ আয়োজনপূর্ব্বক লক্ষ্মীর পূজা করিলেন। অদ্যাপি সেই ঝাঁপি বর্ত্তমান আছে।

ভবানন্দ রায় মজুমদার মানসিংহের সহিত ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। পরে এক দিবস রাজার সহিত জাহাঙ্গিরশা বাদশাহের নিকট গমন করিলেন, তথায় রাজা মানসিংহ স্বদেশ ত্যাগ অবধি পুনঃ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পথের তাবৎ বিবরণ বিস্তারিত রূপে নিবেদন করিলেন।

এবং বাদশাহের নিকট ভবানন্দ মজুমদারের বিস্তর প্রশংসা করাতে বাদশাহ আজ্ঞা করিলেন, তাঁহাকে আমার নিকটে আন। রাজা মানসিংহ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আহ্বান করিলে, রায় মজুমদার নমস্কার করিয়া করপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদশাহ ভবানন্দ মজুমদারকে দেখিয়া তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ইনি উপযুক্ত মনুষ্য বটে। পশ্চাৎ রাজা মানসিংহকে নানাপ্রকার রাজপ্রসাদ-সামগ্রী দিয়া আজ্ঞা করিলেন, তোমার কোন বাসনা থাকে আমাকে কহ, আমি তাহা পূর্ণ করিব। তখন রাজা মানসিংহ নিবেদন করিলেন, রাজা প্রতপাদিত্যকে শাসিত করণের মূল ভবানন্দ মজুমদার; অনুগ্রহ করিয়া মজুমদারকে কিছু রাজপ্রসাদ দিলে ভাল হয়। বাদশা হাস্য করিয়া কহিলেন উহাঁর কি প্রার্থনা? তখন রাজা মানসিংহ করপুটে কহিলেন বাঙ্গালার মধ্যে বাগুয়ান নামে যে এক পরগণা আছে সেই পরগণা ইহাঁর জমিদারী করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়। বাদশা হাস্য করিয়া কহিলেন, জমীদারীর লিপি করিয়া দাও। আজ্ঞা পাইয়া রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণার জমিদারীর লিপি বাদশাহের সাক্ষর করিয়া মজুমদারকে দিয়া সম্ভ্রান্ত ও সুখী করিলেন। রায় মজুমদার জমীদারীর লিপি লইয়া বাদশাহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজা মানসিংহের বাটীতে গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজদরবার হইতে বিদায় হইয়া বাটীতে

আসিলেন, দেখিলেন ভবানন্দ মজুমদার বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিজন্য এখন এখানে আসিয়াছ? তাহাতে মজুমদার কহিলেন মহারাজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, এক্ষণে কিছু কালের জন্য বিদায় করুন। রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন মজুমদার নিজ বাটীতে যাইবে? মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজের যেমন অভিরুচি হয়। রাজা প্রীত হইয়া বহুবিধ প্রসাদ দিয়া সন্তুষ্ট মনে মজুমদারকে বাটীতে বিদায় করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মনের আনন্দে শুভ লগ্নে তরণী যোগে বাটী প্রস্থান করিলেন।

ভবানন্দ মজুমদার বাটীর নিকট আসিয়া নিজালয়ে দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ দিলেন, পশ্চাৎ আপনি উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় লোক শ্রবণ করিল যে, রায়মজুমদার বাগুয়ান পরগণা জমিদারী লভ্য করিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে সকল লোকে সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া ভেটের সামগ্রী লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। রায়মজুমদার সকলকে যথোচিত সমাদর করিয়া শিষ্টাচারে তুষ্ট করিলেন এবং প্রজাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস প্রদান করিয়া সকলকে জমীদারীর পত্র দেখাইলেন। অনন্তর অন্তঃপুরে গমন করিয়া সুমধুর বাক্যে নিজ রমণীর পরিতোষ জন্মাইয়া দিব্য আসনোপরি বসিলেন। রায়মজুমদারের পত্নী লক্ষ্মীর আগমনের

বৃত্তান্ত পূর্ব্বাপর সমুদায় নিবেদন করিলেন। সকল অবগত হইয়া রায়মজুদার বিবেচনা করিলেন, লক্ষ্মীর কৃপায় আমার সকল সম্পত্তি? পরে মহানন্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঝাঁপি দর্শন করিয়া প্রণাম ও বহুবিধ স্তব করিলেন। তৎপরে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মী পূজা করণানন্তর রাজকীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। সকল প্রজা মনের হর্ষে রাজকর যোগাইতে লাগিল। কিছুকাল পরে ভবানন্দ রায়মজুমদারের তিন পুত্র হইল, জ্যেষ্ঠের নাম গোপাল, মধ্যমের নাম গোবিন্দ এবং কনিষ্ঠের নাম শ্রীকৃষ্ণ রাখিলেন। ইহাদিগের মধ্যে গোপাল রায় সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। কিয়ৎ কালানন্তর রায়মজুমদার তিন পুত্রের বিবাহ দিলেন। সময় ক্রমে গোপাল রায়ের এক পুত্র হইল, রাঘব তাহার নামকরণ হইল। ভবানন্দ রায় পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, এ পৌত্র অতি প্রধান মনুষ্য হইবেক; যেহেতু ইহাকে সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিতেছি। পৌত্রোৎসবে মহতী ঘটা করিলেন। পশ্চাৎ ভ্রাতা সুবুদ্ধি রায় ও হরিবল্লভ রায়কে কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়া দিয়া আপনি সংসার হইতে বিরত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপাল রায় সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে ভ্রাতা গোবিন্দ রায় ও শ্রীকৃষ্ণ রায়কে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জমীদারী দিয়া ঈশ্বরভজনার্থ তিনি বিষয়ত্যাগী হইলেন। তৎপুত্র রাঘব

রায় সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, দান-শৌণ্ড, প্রজা পালনে বিলক্ষণ দক্ষ ও সর্ব্ব গুণশালী হইলেন। অহরহঃ দান, ধ্যান, যোগ, সদালাপ ও বিশিষ্ট লোকের সমাদর করাতে রাজ্য শুদ্ধ সকল লোকের নিকট বিলক্ষণ যশস্বী হইলেন। ক্রমে জমিদারীর বাহুল্য হইতে লাগিল। রাঘব রায় মনে মনে বিচার করিয়া স্থির করিলেন, একবার রাজধানীতে গমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর শুভ দিন স্থির করিয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে যথেষ্ট গৌরব প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট রাঘব রাযের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন এ অতি গুণোপেত মনুষ্য; অতএব মনে মনে স্থির করিলেন ইহাকে রাজা রাজা করিব। পরে অনেক ভূমির কর্ত্তা করিয়া রাজ-প্রসাদ দিয়া মহারাজ এই উপাধি দিলেন। সেই অবধি এই বংসের মহারাজ খ্যাতি হইল। তদনন্তর রাঘব রায় স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া রাজত্বের বাহুল্য করিয়া কাল যাপন, করিতে লাগিলেন। সময়ক্রমে তাঁহার এক পুত্র হইল, রুদ্র রায় তাহার নাম রাখিলেন। রাঘব রায়ও কিছু কাল পরে রুদ্র রায়কে রাজ্য দিয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিলেন।

রুদ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মহানন্দে কাল যাপন করেন; এক দিবস পাত্র মিত্র সকলকে আজ্ঞা

করিলেন যে, তোমারা সকলে মাটীয়ারি পরগণায় যাইয়া এক অপূর্ব্ব পুরী প্রস্তুত কর, আমি সেই স্থানে বাস করিব। সকলেই প্রধান প্রধান ভৃত্যবর্গ অগ্রে গমন করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিল। পরে মহারাজ রুদ্র রায় সপরিবারে মাটীয়ারির বাটীতে যাইয়া বসতি করিলেন। অদ্যাপি ঐ স্থান বর্ত্তমান আছে। পরে সময়ক্রমে রুদ্র রায় মহারাজের তিন পুত্র হইল। জ্যেষ্ঠের নাম রামচন্দ্র, মধ্যম রামকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ রামজীবন। রামচন্দ্র মহারাজ অতিশয় বলবান্, রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া বলক্রমে অনেক ক্ষুদ্র জমিদারের ভূমি লইয়া আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে রামকৃষ্ণ রাজা হইলেন। এই সময় মুরশিদালি খাঁ ঢাকার সুবা হইলেন। ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনামে এক অপূর্ব্ব নগর প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন এবং ঐ নগর রাজধানী করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় পরম ধার্ম্মিক হওয়াতে সুবার নিকট যথেষ্ট মর্য্যাদ ন্বিত হইলে। পূর্ব্বে নিয়মিত যে রাজকর ছিল তাহা অপেক্ষা কিছু ন্যুন করিয়া সেই উদ্বৃত্ত ধনে যথেষ্ট সৈন্য রাখিয়া রাজ্য বিস্তার করিলেন। রামকৃষ্ণ মহারাজ বাইশ লক্ষের জমিদারি করিয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রামজীবন রায় রাজা হইলেন।

মহারাজ রামজীবন রায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া, রাজা রামকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর নামে যে এক নগর করিয়াছিলেন,

সেই স্থানে রাজধানী করিলেন। রামজীবন রায় মহারাজ অত্যন্ত প্রতাম্বিত, সুন্দর রূপে রাজ্য শাসিত করিয়া কালযাপন করেন। সময়ক্রমে মহারাজের দুই পত্র হইল, জ্যেষ্ঠ রঘুরাম, কনিষ্ঠ রামগোপাল। কিছু কাল পরে রঘুরাম রায় রাজা হইলেন। মহারাজ রঘুরাম রায় অত্যন্ত দাতা ও পুণ্যবান্, পরম সুখে কালযাপন করেন. রাণীব অধিক বয়ঃক্রম হইল কিন্তু পুত্র না হওয়াতে সর্ব্বদা উভয়ে খেদিত থাকেন। এক দিবস মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, যে ঈশ্বরের আরাধনা ব্যতিরেকে উত্তম রত্ন লাভ হয় না, অতএব আমরা দুই জনে কঠোর তপস্যা করি; ঈশ্বর অনুকূল হইযা অবশ্য পুত্র দিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া আরাধনার নিয়ম করিলেন। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানানন্তর ঈশ্বরের মহতী পূজা করেন, ও সূর্য্য দৃষ্টি করিয়া উভয়ে জল গ্রহণ করেন। এই রূপে এক বৎসর গত হইল, তাঁহাদিগের এই কঠোর তপস্যাতে সকল লোকে চমৎকৃত হইল, ও সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। সম্বৎসর পূর্ণ হইলে অতি সমারোহ পূর্ব্বক যজ্ঞ করিলেন। তপস্যার ফলই হউক, অথবা অন্য কোন নৈসর্গিক নিয়ম প্রযুক্তই হউক, যে কারণে হউক, রাজা ও রাণীর প্রার্থিত বিষয় অচিরে সুসিদ্ধ হইল। এক দিবস রাত্রে রাজা রঘুরাম রাণীর সহিত অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া আছেন, রাত্রিশেষে রাণী স্বপ্ন দর্শন করিয়া রাজাকে জাগরিত করাইয়া তদ্বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন, নাথ।

আহা আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। রাজা কহিলেন কি স্বপ্ন দেখিয়াছ? রাণী কহিলেন, আমি নিদ্রায় ছিলাম, একজন দিব্য পুরুষ আসিয়া আমাকে জাগৃত করিয়া কহিলেন যে আমি তোমার পুত্র হইব, আমা হইতে তোমরা সুখী হইবে এবং আমাকে প্রসব করিলে সকল লোক তোমাকে সুবর্ণগর্ব্বা কহিবেক। আমি কহিলাম আপনি কে? তাহাতে তিনি কহিলেন তোমরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছিলে, আমি তাঁহার অনুগৃহীত, তোমার পুত্র হইতে আমাকে আদেশ হইয়াছে। ইহা বলিয়া অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা রঘুরাম রায় স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহানন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া রাণীকে কহিলেন, তোমার পরম সুন্দর পুত্র হইবেক, অদ্য তোমার গর্ব্ভধান হইল, এ কথা অন্যকে কহিও না। কিন্তু দন্তীদ্বারা রাণীর গর্ব্ভ-বার্ত্তা প্রচার হইল, পাত্রমিত্র ও আত্মীয় বর্গ সকলে আনন্দিত হইল। দিন দিন সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সময়ক্রমে রাণীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। রাজা এই সম্বাদ শুনিয়া জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে লইয়া অন্তঃপুরের নিকট বসিলেন। যাবতীয় প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা সর্ব্বদা সাবধানে আছে, যখন যাহাকে যে আজ্ঞা হইবেক তৎক্ষণাৎ সে তাহা করিবেক। ইত্তিমধ্যে শুভক্ষণে শুভ লগ্নে রাণীর অপূর্ব্ব এক পুত্র হইল। পুত্রের রূপে পুরী৹ চন্দ্রালোকের ন্যায় আলোকময় হইল। রাজপুরে জয়

জয় ধ্বনি হইতে লাগিল, অট্টালিকার উপরে শঙ্খ, ঘণ্টা, ভেরী, তুরী, ঝাঁঝরী, রামশিঙ্গা, ঢক্কা, ঢোল, দামামা, বীণা, মৃদঙ্গ, করতাল, ও রামবেণী প্রভৃতি নানা যন্ত্রের একতান বাদ্যে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইল। নগরস্থ ধনীরা রাজপুরে আসিয়া মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র হুলু হুলু ধ্বনি আরম্ভ হইল। রাজা পরমাহ্লাদিত হইয়া শত শত সুবর্ণ মুদ্রা এক এক ব্রাহ্মণকে এবং উদাসীনকে ও অন্ধ আতুর এবং খঞ্জকে প্রদান করিতে লাগিলেন। নগরস্থ সমস্ত লোকের সন্তোষের সীমা নাই। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা করিলেন যাবতীয় নগরের লোকের বাটীতে মৎস্য ও দধি সন্দেশ ভারে ভারে প্রদান কর। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে সকলের বাটীতে মৎস্যাদি বিতরণ করিয়া রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অন্তঃপুরে যাইয়া পুত্র দর্শন করুন এবং ভৃত্যবর্গেরও বাসনা, রাজপুত্রকে দেখে। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন কর্ত্তব্য বটে। রাজা অগ্রে পুরমধ্যে গমন করিয়া পুত্র দর্শন করিলেন, পশ্চাৎ দাসীদিগের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, পাত্র প্রভৃতি সমস্ত ভৃত্যেরা রাজপুত্রকে দর্শন করিতে আসিতেছে, সকলকে দেখাও। দাসীরা রাজাজ্ঞা পালন করিল। পরে সকলেই অন্তঃপুর হইতে আগমন করিয়া রাজসভাতে বসিলেন। সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে জ্যোতির্ব্বিদ ভট্টাচার্য্যেরা নানা শাস্ত্র বিচার করিয়া

দেখিলেন অপূর্ব্ব বালক হইয়াছে। রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ। রাজপুত্রের দীর্ঘ পরমায়ু হইবেক, ইনি সর্ব্ব শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং ধর্ম্মাত্মা হইবেন; সকল লোক ইহাঁর যশ ঘোষণা করিবেক, ইনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হইয়া বহুকাল রাজ্য করিবেন। মহারাজ। ইহাঁর গুণে কুল উজ্জ্বল হইবেক। রাজা ভট্টাচার্য্যদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন। নর্ত্তকীরা আসিয়া রজনীতে রাজার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। দিবারাত্র প্রতিনিয়ত নগরস্থ লোকদিগের আনন্দের বিরাম রহিল না। রাজা এইরূপে কালক্ষেপণ করেন। রাজপুত্র দিন দিন কলানিধির ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহার নাম রাখিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র। বালক কালক্রমে বিদ্যা অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তিনি শ্রুতিধর ছিলেন যখন যাহা শুনেন তৎক্ষণাৎ তাহা অভ্যাস করেন। ক্রমে সকল শাস্ত্রেই পণ্ডিত হইলেন। পরে বাঙ্গলা ওপারস্য শাস্ত্রেও সুশিক্ষিত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অস্ত্র শিক্ষা করিয়া রাজকীয় ব্যাপার শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বল্পকাল মধ্যেই রাজ-কর্ম্ম দণ্ড-নীতি প্রভৃতি সমুদয় রাজ্য-প্রণালী শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়েই পারগ হইলেন। রাজা রঘুরাম রায় দেখি-

লেন পুত্র সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইয়াছেন, অতএব পুত্রের বিবাহ দিয়া রাজা করিয়া আমি ঈশ্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পারত্রিকের কার্য্য করি। ইহাই মনোমধ্যে স্থির করিয়া সকল সভাসদদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা সকলে বিবেচনা করিয়া উত্তম বংশে এক পরমসুন্দরী কন্যা স্থির কর, আমি ত্বরায রাজপুত্রের বিবাহ দিব। সকলেই যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিল চতুর্দ্দিক অন্বেষণ হইতে লাগিল, শত শত স্থানে লোক প্রেরিত হইল। পরে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ভদ্র বংশীয় এক পরম রূপবতী কুমারীর সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। রাঢ় গৌড় বঙ্গনিবাসী যাবতীয় রাজগণ, পণ্ডিতবর্গ এবং প্রধান প্রধান মনুষ্য সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। ফাল্গুণ মাসে বিবাহেব দিন স্থির হইল। যাবতীয় মনুষ্যের ভোজনাদির কারণ নানাস্থানে ভাণ্ডার হইল, প্রতিভাণ্ডারে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চারি প্রকার সামগ্রী পরিপূর্ণ রহিল, এবং যে যেমন মনুষ্য তাঁহার তদুপযোগী বাস-স্থান নির্ম্মিত হইল। রাজধানীতে নানা দেশীয় লোক আগমন করিতে লাগিল। রাজা আত্ম-জনদিগের প্রতি আজ্ঞা করিয়া দিলেন, তোমরা সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবে, বিস্তর লোকের আগমন হইতেছে, যেন কেহ অভুক্ত না থাকে, যে যত লয়, তাহাই দিবে। রাজাজ্ঞানুসারে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে সর্ব্বদা সাবধান থাকিল। পরে রাজগণের আগমন শ্রবণ করিয়া রাজা আ-

পনি প্রত্যেকের নিকটস্থ হইয়া যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। সকলকে উত্তমালয়ে বাস স্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার্থ উপযুক্ত উপযুক্ত মনুষ্যদিগকে নিকটে নিযোজিত করিলেন, যে যেমন রাজা তাঁহাকে সেইরূপ সমাদর করে, এবং সামগ্রীর আযোজন করিয প্রেরণ করিলেন। পরে স্বয়ং নগর ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন যে বিস্তর লোক আসিয়াছে, বিবেচনা করিলেন এত লোকের খাদ্য দ্রব্য ভৃত্যেরা কিপ্রকারে দিতে পারিবেক, অতএব নগরস্থ যাবতীয় খাদ্য সামগ্রীর দোকান আছে আমি ক্রয় করিয়া, সকলকে অনুমতি করি, যে যত লয় তাহা দেয়, এই স্থির করিয়া পাত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, যেরূপ লোক আসিয়াছে, ইহাতে কেহ খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিয়া যশঃ লইতে পারিবে না; কিন্তু যদি কেহ উপবাসী থাকে, তবে বড অখ্যাতি; অতএব নগরে যত আহারীয় দ্রব্যের মহাজন লোক আছে, তাহাদিগকে কহ, যে যত চাহে তাহাকে তত দেয়। এবং যে আপনি লয তাহাকে বারণ না করে, লোক সকল আপন আপন স্বেচ্ছামত দ্রব্য লউক, পরে মহাজনদিগের লিপিমত টাকা দেওযা যাইবেক। আর ভাণ্ডারের নিয়োজিত লোকদিগকে কহ যে যত চাহে তাহার দশগুণ করিযা দেয, এবং তুমি সর্ব্বত্র ভ্রমণ কর যেন কেহ দুঃখ নাপায়। পাত্র যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্যের কোলাহলে নগ

রের লোক বধিরপ্রায় হইল। নগরের শোভার সীমা রহিল না। সহস্র সহস্র রক্ত, পীত, শুভ্র, নীল প্রভৃতি বিবিধ পতাকা উড্ডীয়মানা হইল। নানাজতীয় বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। রাজপুরে মহামহোৎসব দর্শন করিয়া রাজগণ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দূরদেশীয় পণ্ডিতগণ আগমন করিয়া শাস্ত্রালাপে স্ব স্ব স্থানে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। রাজপুরে প্রত্যহ অপূর্ব্ব সভা হইতে লাগিল। যাবতীয় রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ ও প্রধান মনুষ্য, সকলেই রাজ-সভায় গমন করিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হন। নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়া নৃত্য গীত বাদ্য করিতে থাকে। এইরূপ মহাসমারোহ পূর্ব্বক রাজপুত্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল। পরে মহারাজ রঘুরাম রায়, অনাহূত যে সকল লোক আসিয়াছিল, মনোনীত ধন দিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। সকলে রাজার সুখ্যাতি করিতে করিতে স্ব স্ব দেশে গমন করিল। যে সকল রাজগণ ও পণ্ডিতগণ এবং প্রধান প্রধান লোকের আগমন হইয়াছিল, তাঁহাদিগকেও উপযুক্ত মর্য্যাদানুরূপ সম্মান দিয়া বিদায় করিলেন। সুখ্যাতি ও যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইল। এই প্রকার মহতী ঘটা করিয়া রাজা রঘুরাম কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের বিবাহ দিলেন। রাজা ও রাণী, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পরমাহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে মহারাজ রঘুরাম রায় কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে

রাজ্য দিয়া ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের সকল লোকই সুখী হইল এবং ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে মনোযোগী হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির আর সীমা রহিল না। মুরশিদাবাদের নওয়াব সাহেবের নিকট মহারাজ সর্ব্ব প্রকারে যশস্বী ও গুণশালী বলিয়া পরিচিত হইলেন।

এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাদের এবংসে কেহ কখন যজ্ঞ করিয়াছিলেন কি না? তাহাতে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারজ! আমার পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র, স্বর্গীয় মহারাজেরা অনেক প্রকাব পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, কিন্তু কখন যজ্ঞ করেন নাই। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহৎ যজ্ঞ করিব, তুমি তাহাব আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ! অগ্রে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগেকে আহ্বান করিয়া স্থির করুন যে, কি যজ্ঞ করিবেন, পশ্চাৎ যেমন আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব। রাজা পাত্রের বাক্যে ভট্টাচার্য্যদিগের আগমনার্থ সর্ব্বত্র লিপি প্রেরণ করিলেন। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী বুধগণ নৃপ-সন্দেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাহর্ষে কৃষ্ণনগর বাজধানীতে আগমন করিলেন।

পরে রাজা শ্রবণ করিলেন যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা আগমন করিয়াছেন। পাত্রের প্রতি রাজা আজ্ঞা

করিলেন, অনেকানেক পণ্ডিতের আগমন হইয়াছে: অতএব তাঁহাদিগকে উত্তম স্থানে বাসা এবং উত্তম খাদ্য সামগ্রী দাও, যেন তাঁহারা কোন মতে ক্লেশ না পান। পাত্র, রাজাজ্ঞানুসারে নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণকে উত্তম স্থানে বাসা দিলেন, যথেষ্ট খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার্থ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পর দিবস রাজা সভা করিয়া পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আসিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভাস্থ হইলে নানা শাস্ত্রের বিচার হইতে লাগিল। বিচারানন্তর, পণ্ডিতেরা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! কি কারণ আমাদিগের প্রতি রাজলিপি প্রেরিত হইয়াছিল? রাজা উত্তর করিলেন, হে সভা-মধ্যস্থিত পণ্ডিতগণ! আমি বাসনা করিয়াছি যজ্ঞ করিব, আপনারা বিচার করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব? সুধীগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সৎপরামর্শ করিয়াছেন; অদ্য আমারা বাসায় গমন করি, কল্য আসিয়া নিবেদন করিব।

পর দিবস পণ্ডিতেরা আগমন পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বচন প্রযোগ করিয়া সকলে সভায় বসিলেন। পরে রাজা পণ্ডিতদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আপনারা কি স্থির করিয়াছেন? পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ! অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করুন। রাজা উত্তর করিলেন দুই যজ্ঞ এককালে করিব, কি পৃথক্

পৃথক্ করিব ? ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা আমাকে আজ্ঞা করুন, এবং কত ব্যয়ে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক তাহাও বলিতে আজ্ঞা হয়। পণ্ডিতেরা কহিলেন রাজার যজ্ঞ, ব্যয়ের বিবেচনা মহারাজ করিবেন, যজ্ঞের যে যে সামগ্রী আবশ্যক তাহা লিপি করিয়া দিই। রাজা কহিলেন ভাল তাহাই দিউন। পরে পণ্ডিতেরা রাজসভা হইতে গাত্রো-ত্থান করিয়া পাত্রের নিকট যাইয়া যজ্ঞ সামগ্রী সমুদয় উল্লেখ করিয়া দিলেন এবং কহিলেন যে যে দ্রব্য যজ্ঞে লাগিবেক তাহাই আমরা লিখিয়া দিলাম। পাত্র সমুদয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখিলেন যে বিংশতি লক্ষ টাকা হই-লে যজ্ঞ সাঙ্গ হইবেক। মহারাজের নিকটে পাত্র গমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আয়োজন কর। পাত্র যজ্ঞের দ্রব্য সকল আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ রাঢ, গৌড, কাশী, দ্রাবিড, উৎ-কল, কাশ্মীর, প্রভৃতি দেশস্থ যাবতীয় পণ্ডিত দিগের প্রতি নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন, যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইল, তাবদ্দেশীয় ধীববর্গ সমাগত হইলে রাজা অতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলেন, এবং সকল লোককে যথেষ্ট ধন দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন, রাজার সুখ্যাতির আর সীমা থাকিল না। পণ্ডিতেরা প্রীত হই-য়া রাজার নাম রাখিলেন, অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্ম-হারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায। মহারাজ এই নাম প্রাপ্ত

হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া পণ্ডিতদিগকে বহুবিধ ধন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং মনের হর্ষে রাজ্য করিতে লাগিলেন। রাজ্য শাসিত হইলে সর্ব্বত্র সুখ্যাতি পাইলেন, প্রজা সকলের যথেষ্ট আহ্লাদ হইল, কোন প্রকার ক্লেশ রহিল না।

এক দিবস রাজার অন্তঃকরণে উদয় হইল, মৃগয়ার্থ যাইব, ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমারা সুসজ্জ হও। আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা অশ্বারোহণে গমন করিয়া নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনাভ্যন্তরে উপনীত হইয়া দেখেন এক অতিরম্য স্থান, চারি দিকে নদী, মধ্যে এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ এবং স্থানে স্থানে পশু পক্ষীরা নানা স্বরে গান করিতেছে; মরালকুল জলক্রীড়া কবিতেছে, মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইয়া বিকসিত পুষ্পসমূহেব সৌগন্ধ্য নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইতেছে। রাজা এই চিত্ত-হর স্থান দর্শন মাত্র চিত্ত বিনোদন নিমিত্ত সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে অভিলাষ করিলেন। রাজাজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গেরা রাজার থাকিবার উপযুক্ত স্থান প্রস্তুত করিয়া দিল। সকলেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিল। পরে রাজা আজ্ঞা করিলেন, আমি এই স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করিব, পাত্রকে শীঘ্র আনয়ন কর। রাজাজ্ঞানুসারে দূত গিয়া পাত্রকে আনিল। পাত্রকে দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তুমি এই স্থানে এক অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ কর, কোন রূপে কেহ নিন্দা না

করে। পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজ রাজধানীতে গমন করুন, আমি পুরী নির্ম্মাণ করাই, পশ্চাৎ প্রস্তুত হইলেই আসিয়া দেখিবেন। পাত্রের বাক্যে রাজারাজধানীতে গমন করিলেন। পাত্র সেই স্থানে থাকিয়া পুরী নির্ম্মাণ করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি দিকে যে নদী আছে, সেই গড় হইল। দক্ষিণ দিকের নদী বন্ধন করিয়া প্রদান পথ এবং সৈন্যের বাসোপযুক্ত স্থান করিলেন। হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে, এজন্য দুইপার্শ্বে বড় বড় কামান রাখিলেন। অপূর্ব্ব অট্টালিকা, বাদ্যাগার ঘড়ি ও ঘণ্টা স্থান, চতুর্দ্দিকে প্রবেশ পথ, মধ্যে সওদাগরদিগের বাসস্থান এবং হাট ও নানাজাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় স্থান তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ, কিঞ্চিদ্দূরে এক অট্টালিকা, তন্মধ্যে নানাজাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা যন্ত্রালাপ করিবেক তাহার গৃহ, প্রস্তুত করিলেন। পরে রাজবাটী, তাহার প্রথমে এক চতুষ্কোণ দক্ষিণদ্বারী অট্টালিকা, তাহাতে রাজকীয় ব্যাপার হইবেক। তিন পার্শ্বে অট্টালিকা তন্মধ্যে ভৃত্যেরা থাকিবেক। পরে এক চতুষ্কোণ স্থান, তন্মধ্যে ঈশ্বরের এক বৃহৎ অপূর্ব্ব আলয়, সহস্র সহস্র লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে সুরম্য এক পুরী, তন্মধ্যে মহারাজের বিরাজ করণের স্থান চারিদিকে অট্টালিকা, পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ, ও নানা স্থানে নানা প্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিদ্দূরে এক পুষ্পোদ্যান, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, তাহাতে অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী-

নীগণ সুখে কেলি করিতে পারে। পুষ্পদ্যানে নানাজ-তীয় পুষ্প, তন্মধ্যে এক অট্টালিকা, তাহাতে বসিয়া রাণী নর্ত্তকীদিগের নৃত্য দর্শন ও গীত বাদ্য শ্রবণ কবিতে পারেন। পশ্চিম দিকে যে পথ আছে সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মাশালা, তথায় অন্ধ খঞ্জ আতুর এবং উদাসীন প্রভৃতি যে কেহ উপস্থিত হইবেক, এবং যাহার যাহা আহারেচ্ছা হইবেক সে তাহাই পাই-বেক, তন্নিমিত্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া রখিলেন।

পরে পূর্ব্বদিকে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান, তাহার মধ্য স্থানে অট্টালিকা এবং নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প। এই উদ্যানে পর মহারাজের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকাময়ী বাটী, প্রত্যেক বাটীতে দেবা-লয। পাত্র এইরূপ মনোহর ও সুবিস্তৃত পুরী প্রস্তুত করিলেন। বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন পুরী প্রস্তুত হইযাছে। মহারাজ সপরিবারে নুতন বাটীতে আগমন পুরঃসর পুরী দর্শনে অত্যন্ত তুষ্ট হইযা পাত্রকে রাজ-প্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপকদিগের স্থান করিয়াছ? পাত্র নিবেদন করিলেন, মহারাজের যে পুষ্পোদ্যান হইয়াছে, তাহার নিকটে স্থান আছে, আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত কর। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক্ পৃথক্ পাঠ পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন, সেই সকল পাঠশালায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বাস করিয়া অধ্যাপ-

না করাইতে লাগিলেন, এবং নানা দেশীয় বিদ্যার্থী লোক আসিয়া শিক্ষা করিতে লাগিল। রাজা শুভক্ষণে পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, আহ্লাদের সীমা রহিল না। পুরীর নাম শিবনিবাস এবং নদীর নাম কঙ্কণা রাখিলেন। পুরবাসী যাবতীয় মনুষ্যেরা সদালাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে দিবা যামীনী ক্ষেপণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহারাজ মহাসুখে স্থিতি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে মুরশিদাবাদে গমন পূর্ব্বক নওয়াব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট পরিতোষ লাভ করেন, এবং নানা-জাতীয় ভেটের দ্রব্য নওয়াবকে দেন। তৎকালে ধর্ম্মাত্মা আলিবর্দ্দি খাঁ নওয়াব ছিলেন, সকলের প্রতি তাঁহার সমান দয়া ছিল। সকল রাজা নওয়াবকে রাজকর দিয়া সুখে কালক্ষেপণ করিতেন, কাহারও কিছুভয় ছিল না। যে যেমন মনুষ্য তাহার প্রতি সেইরূপ নওয়াবের কৃপা ছিল। কিন্তু নওয়াব সাহেবের পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা। কন্যার প্রতি নওয়াবের অতিশয় স্নেহ। কিছুকাল পরে নওয়াব সাহেবের এক দৌহিত্র জন্মিল, তাহার নাম রাখিলেন সিরাজউদ্দৌলা। নওয়াব সাহেবের বাসনা দৌহিত্রটী সচ্চরিত্র হয়। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা দুর্ভাগ্যক্রমে বড় দুরন্ত হইয়া উঠিল, যাহা মনে আইসে তাহাই করে, কেহ বারণ করিতে পারে না। নওয়াব সাহেবের পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা সকলেই ঐক্য হইয়া নওয়াব সাহেব-

কে নিবেদন করিলেন, সিরাজউদ্দৌলা অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন, আপনি ইহার কোন উপায় করুন। কিঞ্চিৎকাল পরে নওয়াব সাহেব সিরাজউদ্দৌলাকে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি যাবতীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য কর এ অতি মন্দ কর্ম্ম, সাবধান হও, কদাচ এরূপ অসৎ কর্ম্ম করিও না, রাজ-কুলে এরূপ অন্যায় আচার অতি বিরুদ্ধ। এইরূপ শাসন করাতে সিরাজউদ্দৌলা প্রধান পাত্রদিগকে ডাকিয়া রুষ্টভাবে বলিল, আমি যে কার্য্য করি তাহা যদি নওয়াব সাহেবের কর্ণগোচর হয়, তবে তোমাদিগের উচিত দণ্ড করিব, তোমারাই আমার দোষ নওয়াব সাহেবের নিকট উল্লেখ করিয়াছ, যদি আমার নবাবি হয় ইহার উচিত প্রতিফল দিব। প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা মহাশঙ্কিত হইয়া নীরব রহিলেন। অনন্তর সিরাজউদ্দৌলা নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। নদবাহিনী তরণী জলমগ্ন করিয়া দিয়া, তন্মধ্যস্থ প্রাণি-বিনাশ দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে; অধিকারস্থ ভদ্রবংশীয় পরম সুন্দরী কন্যা বলক্রমে হরণ করে ও তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে, এবং গর্ব্ভিণী স্ত্রী আনিয়া তাহার উদর চিরিয়া সন্তানের সঞ্চার দর্শন করে। নওয়াবের দৌহিত্র এইরূপ ও অন্যরূপ বিবিধ দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিল। নগরস্থ সমুদয় লোক বিবেচনা করিলেন এ দেশে আর থাকা অনুচিত। অনন্তর সকলে মুরশিদাবাদ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল, চতুর্দ্দিকে

হাহাকার শব্দ উঠিল। সকল লোকেই ঈশ্বরের স্থানে প্রর্থনা করিতে লাগিল যে এ দেশে আর যেন যবন অধিকারী না থাকে। কিছু দিন পরে, নওযাব আলিবর্দ্দির লোকান্তর হইলে, সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। যাবতীয় প্রধান কর্ম্মচারীরা ভেট দিয় করপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি এখন এ দেশের কর্ত্তা হইলেন, যাহাতে রাজ্যের লোকে সুখী হয় তাহা করিবেন, ঈশ্বর আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিলেন এ দেশের লোককে সুখে রাখিলে বহুকাল রাজ্য করিতে পারিবেন। এই প্রকারে পাত্র মিত্র প্রভৃতি সর্ব্বদা বুঝান, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা দুষ্ট প্রকৃতি হেতু পাত্রের প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করে না সকল লোক ও প্রধান২ চাকরেরা বিবেচনা করিলেন, সিরাজউদ্দৌলা নওয়াব থাকিলে কাহারো কল্যাণ নাই; অতএব কি হইবে কোথায় যাইব এই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর, মেদনীপুর, বীরভূম, ইত্যাদি দেশস্থ রাজগণ প্রধান পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলার দৌরাত্ম্য নিবেদন করিলেন। পাত্র মহারাজ মহেন্দ্র সকলকে আশ্বাস দিযা স্ব স্ব রাজ্যে বিদায় করিলেন। পরে মন্ত্রিগণ নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাকে নীতি শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে শিক্ষায় কিছুমাত্র ফল দর্শিল না, বরং সে দ্বিগুণতর মন্দ হইয়া উঠিল। অব-

শেষে মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, ও মীর জাফরালি খাঁ এই সকল লোক ঐক্য হইয়া এক দিবস জগৎশেঠ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত বিরলে বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র অগ্রে কহিলেন আমি যাহা কহি তাহা আপনারা শ্রবণ করুন, আমরা এদেশে অনেক কালাবধি আছি এবং নওয়াব সাহেবদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সসম্মানে পুরুষানুক্রমে কালক্ষেপণ করিতেছি; এখন যিনি নওয়াব হইলেন ইঁহার নিকট দিন দিন মানের হানি হইতে লাগিল; ইনি প্রজাবর্গের উপর অতিশয় দৌরাত্ম্য করিতেছেন। কতরূপে নিষেধ করিলাম এবং হিত-বচনে বুঝাইলাম, আমাদের কথা শুনেন না, আরও দৌরাত্ম্য করেন; অতএব ইহার উপায় কি, সকলে বিবেচনা করুন। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন ইহার উপায় এই, হস্তিনাপুরে এক জন গমন করিয়া এ নওয়াবকে পদচ্যুত করাইয়া অন্য এক নওয়াব না আনিলে এ রাজ্যের কল্যাণ নাই। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন এপরামর্শ ফলদায়ক নয়; হস্তিনাপুরের বাদশাহ যবন, তিনি যে আর এক জন নওয়াব দিবেন সেও যবন, অতএব যবন, অধিকারী থাকিলে হিন্দুর হিন্দুত্ব থাকিবে না। এইরূপ কথোপকথনে কিছুই স্থির হয় না; শেষে এই পরামর্শ হইল যাহাতে যবন দুর হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ইহাতে জগৎশেঠ কহিলেন এক কার্য্য কর, নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অতিশয় বুদ্ধিমান্, তাঁহাকে আনিতে দূত পাঠাও, তিনি আসিলেই যে পরামর্শ হয় তাহাই করিব। অনন্তর সকলে সত্য-বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণনগরে দূত প্রেরণ করিয়া নিজ২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে মহা হর্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, সর্ব্বদা আনন্দ, পুরবাসীরা সর্ব্বক্ষণ উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত, নানা দেশীয় গুণবান্ ব্যক্তিরা আসিয়া রাজসভায় বসিয়া আপন২ গুণের পরীক্ষা দিতেছেন, পণ্ডিতেরা ছাত্র সমভিব্যাহারে রাজার নিকটস্থ হইয়া শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন। দ্বিতীয় রাজা বিক্রমাদিতের ন্যায় সভা, সকলেই মহারাজকে প্রসংসা করে, দিন২ রাজ্যের বাহুল্য এবং প্রজার বাহুল্য হইতেছে, রাজার পাঁচ পুত্র, কোন অংশেই ত্রুটি নাই, যাবতীয় লোক সুখে কালক্ষেপণ করিতেছে। কিন্তু নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত হইয়াছে, মহারাজ এই চিন্তায় সদা চিন্তান্বিত আছেন, দুরন্ত দেশাধিকারী কখন্ কি করে, মধ্যে২ পণ্ডিতদিগের প্রতি আজ্ঞা করেন, যে, দেশাধিকারী অতি দুর্ব্বৃত্ত, আপনারা সকলেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন দুষ্ট অধিকারী এ দেশে না থাকে, কিন্তু অতি গোপনে আরাধনা করিবেন কদাচ প্রচার না হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপে নিজ রাজ্যের বাস করিতেছেন ইতিমধ্যে এক দূত মুরশিদাবাদ হইতে পত্র লই-

য়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারী কহিল তুমি কে? কোথা হইতে আইলে? দূত আত্ম পরিচয় দিয়া কহিল তুমি মহারাজকে সম্বাদ দাও, তিনি যেমন আজ্ঞা করিবেন সেই মত কার্য্য করিও। দূতের বাক্যক্রমে দ্বারী মহারাজকে নিবেদন করিল মহারাজ! মুরশিদাবাদ হইতে পত্র লইয়া এক দূত আসিয়াছে। রাজা দ্বারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া আজ্ঞা করিলেন, দূতকে তোমার নিকটে রাখ, পত্র আন। দ্বারী অতি শীঘ্র গমন করিয়া দূতকে আত্মস্থানে বসাইয়া পত্র আনিয়া মহারাজকে দিল। রাজা সভা হইতে গোপনে গিয়া পত্র পাঠ করিয়া যাবতীয় সম্বাদ জ্ঞাত হইলেন। হর্ষ ও বিষাদ এককালে তাঁহার চিত্তে আবির্ভূত হইল। যাবতীয় পাত্র ও প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা একত্র হইয়াছেন, অতএব বুঝি অধিকারের ভাল হইবেক, এই ভাবিয়া হর্ষোদয় হইল, পক্ষান্তরে নওযাব অতি দুরন্ত, যদি এসকল কথা প্রকাশ হয়, তবে জাতি প্রাণ সকল যাইবে, এই চিন্তা উদয় হওয়াতে বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ মনোমধ্যে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, মনোগত ভাব কাহাকেও কিছুই প্রকাশ করিলেন না, এক ভৃত্যকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন, যে দূত আসিয়াছে তাহাকে হাজার টাকা দাও, আর খাদ্য দ্রব্য যথেষ্ট দিয়া বিদায় কর।

পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পাত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত

করাইয়া কহিলেন তোমারা বিবেচনা কর, ইহার কিক-র্ত্তব্য; নওয়াবের প্রধান পাত্র আমাকে শীঘ্র মুরশিদা-বাদে যাইতে পত্র লিখিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান২ সকল মন্ত্রিরা নওযাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আমা-কে আজ্ঞা লিপি লিখিযাছেন, আমি সেস্থানে যাইলে এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার উপায় বিবেচনা করি-বেন, অতএব মহা বিপদ উপস্থিত, ইহার যে সৎপরামর্শ তাহা তোমরা কহ। সকলেই নিঃশব্দ, কাহারো মুখে বাক্য নাই, ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন, মহা-রাজ! দেশাধিকারীর বিষযে অতি সাবধান পূর্ব্বক বিবে-চনা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন কি বিবেচনা করা যায়? পাত্র নিবেদন করিলেন, অগ্রে মহারাজ গমন না করিয়া আমি অগ্রে গমন করি, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া ভৃত্য যেমন নিবেদন করিবেক মহারাজ সেইরূপ কার্য্য করিবেন, হঠাৎ মহারাজের যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হয না। পাত্র এই রূপ কহিলে পর, আর আর মন্ত্রি-রা কহিলেন, মহারাজ এই কর্ত্তব্য। ইহা স্থির হইলে কিঞ্চিৎকালের পর পাত্র প্রেরিত হইলেন। তখন কালী-প্রসাদ সিংহ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রাযের পাত্র ছিলেন।

কালীপ্রসাদ সিংহ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় রাজার এক বাটীতে থাকিয়া মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নি[illegible]দন করিলেন, আমাদিগের মহারাজকে নিকটে আসিতে আজ্ঞাপত্র পাঠাইছিলেন, প্রত্র

পাইয়া মহারাজ অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া আগমনের দিন স্থির করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে শারীরিক পীড়াহওয়াতে আগমনের ব্যাঘাত জন্মিল, এক্ষণে অত্যন্ত দুর্ব্বল আছেন, এই নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিযাছেন, এবং ভেটের কিঞ্চিৎ দ্রব্যও পাঠাইয়াছেন, দৃষ্টি করিতে আজ্ঞা হউক। মহারাজ মহেন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন, তুমি অদ্য রজনীতে আসিবে বিশেষ কথা আছে। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া স্বস্থানে গেলেন। পরে রজনীযোগে রাজবাটীতে আসিয়া দূতদ্বারা মহারাজ মহেন্দ্রকে সংবাদ দেওয়াইলেন। মহারাজ মহেন্দ্র, কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়াছেন শুনিয়া, আর২ জত লোক নিকটে ছিল তাহাদিগকে কহিলেন অদ্য তোমারা স্বস্থানে প্রস্থান কর, আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ কর্ম্ম আছে। যাঁহারা সভায ছিলেন, সকলে প্রস্থান করিলে পর কালীপ্রসাদ সিংহকে আনিতে অনুমতি দিলেন। কালীপ্রসাদ সিংহ আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিকটে বসিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! কি জন্য আমাদের রাজাকে আসিতে অনুমতি হইযাছিল। মহারাজ মহেন্দ্র উত্তর করিলেন, আমাদিগের দেশাধিকারীর আচরণ সমস্তই শুনিয়াছ, এ নওযাব থাকিলে কাহারো জাতি প্রাণ থাকিবেনা, তোমার রাজা অতিবিজ্ঞ এবং নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান; অতএব তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এই অত্যাচার নিবারণের সদুপায় চেষ্টা

করা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ করপুটে নিবেদন করিলেন মহারাজ। যাহা আজ্ঞা করিলেন সকলি যথার্থ, কিন্তু দেশাধিকারী অতিদুর্বৃত্ত, সাবধানে এ সকল পরামর্শ করিবেন, আমার মহারাজও সর্ব্বদা এই চিন্তাতেই চিন্তিত আছেন, অতএব নিবেদন করি যদি আপনারা সকলে একমত হইয়া থাকেন তবে অবশ্যই ইহার উপায় স্থির হইবেক। যবন দমন না করিলে চিরদিন এ দৌরাত্ম্য কিরূপে সহ্য হইবেক, যদি যবন জাতি দেশাধিকারী না হইয়া অন্য কোন দেশীয় মনুষ্য রাজা হন, তবেই দেশের ও প্রজাবর্গের কল্যাণ। মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন এইরূপ আমাদিগেরও বাসনা এবং এই নিমিত্তেই রাজাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম, তিনি, শারীরিক পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বোধ করি এত দিনে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া থাকিবেন, তুমি এক্ষণে বিদায় হইয়া যাও, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় যাহাতে শীঘ্র এখানে আসিতে পারেন তাহার চেষ্টা কর, আর তোমার এস্থানে গৌণ করা বিধেয় নয়। কালীপ্রসাদ সিংহ নিবেদন করিলেন, এস্থানে আসিয়া নওয়াব সাহেবের সহিত যদি সাক্ষাৎ না করিয়া যাই, আর যদি দুষ্ট লোকে নওয়াব সমক্ষে এসমাচার ব্যক্ত করে, তবে নওয়াবের ক্রোধ হইবেক, এবং নওয়াবের আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমাদের মহারাজ এস্থানে আসিতে পারেন না। অতএব নিবেদন করি নওয়াব সাহেবের

সহিত আমার সাক্ষাৎ লাভের উপায় করুন, আমি নওয়াব গোচরে নিবেদন করিব মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একবার শ্রীযুতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত বাসনা করিয়াছেন। এইরূপ কহিয়া নওয়াব সাহেবের মত করিয়া এখানে আসিলে ভাল হয়, মহারাজ কর্ত্তা, যেমন আজ্ঞা করেন তাহাই করি। ইহা শুনিয়া মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, উত্তম কহিয়াছ, কল্য তোমাকে নওযাবের নিকট লইয়া যাইব, তুমি প্রাতে প্রস্তুত হইয়া আমার নিকট আসিও। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন।

বাসায় আসিযা কালীপ্রসাদ সিংহ নওয়াব দর্শন যোগ্য ভেটের নানা জাতীয় দ্রব্য আযোজন করিলেন। প্রাতে ভেটের সামগ্রী লইযা মহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ মহেন্দ্রের চতুর্দ্দোলা নামক অপূর্ব্ব যান প্রস্তুত হইল। কিঞ্চিৎপরে মহারাজ মহেন্দ্র এবং কালীপ্রসাদ সিংহ একত্রে নওযাব সাহেবের দ্বারে উপস্থিত হইয়া অগ্রে মহারাজ মহেন্দ্র নওযাবের সম্মুখে গেলেন এবং যথাক্রমে নমস্কার করিযা সভায় উপবেশন করিলেন। পরে নওযাব সাহেবকে নিবেদন করিলেন, নবদ্বীপের রাজা আত্মপাত্রকে কিঞ্চিৎ ভেটের দ্রব্য সহ পাঠাইযাছেন, আজ্ঞা হইলে নিকট আইসেন। ক্ষণেক বিলম্বে নওয়াব কহিলেন ভাল, আসিতে বল। আজ্ঞানুসারে এক জন ভৃত্য গিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে সভা

মধ্যে আনিল। কালীপ্রসাদ সিংহ সহস্র২ নমস্কার পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ভেট দিয়া নিবেদন করিলেন, অনেক দিবস মহারাজ নওয়াব সাহেবকে দর্শন করেন নাই এবং আত্ম মনোগত যাহা আছে তাহাও গোচর করেন নাই,যদি অনুগ্রহ হয় তবে দর্শন করিয়া মনোভিষলাপ্রকাশ করেন। নওয়াব এ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র করপুটে নিবেদন করিলেন, যদি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাষ আসিতে প্রার্থনা করিয়াছেন অনুমতি হইলে ভাল হয়। তখন নওযাব সাহেব আজ্ঞা করিলেন ভাল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আসিতে আজ্ঞাপত্র দাও। কালীপ্রসাদ সিংহ নমস্কার করিযা নওয়াব সাহেবের নিকট বিদায লইয়া, যেখানে মন্ত্রী রাজকর্ম্ম করেন, সেই স্থানে আসিয়া বসিলেন। কিঞ্চিৎ পরে মহারাজ মহেন্দ্র উপস্থিত হইযা নওযাবের অনুমতি লিপি দিয়া কালীপ্রসাদ সিংহকে বিদায় দিলেন।

পবে কালীপ্রসাদ যিংহ শিবনিবাসে প্রত্যাগমন করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়েব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা বিরলে গিয়া পাত্রকে আহ্বান করিযা কহিলেন,মুরশিদাবাদের যাবতীয় সংবাদ বিস্তার করিযা কহ কালীপ্রসাদসিংহ রাজাকে পূর্ব্বাপব সমস্ত নিবেদন করিলেন। বাজা সকল সমাচার জ্ঞাত হইয়া আত্ম পাত্রের প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া রাজ-প্রসাদ দিলেন ও

যথেষ্ট সম্মান পূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন, ভাল দিন স্থির কর, আমি রাজধানী গমন করিব। কিয়দ্দিবস পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সুবিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গ লইয়া শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই নওযাবের যাবতীয প্রধান২ পাত্র মিত্রগণের সহিত একে একে সাক্ষাৎ করিযা নওয়াবের দ্বারে উপনীত হইযা আপন আগমন সংবাদ দিলেন। নওয়াব সাহেব শুনিযা আজ্ঞা করিলেন, রাজাকে আসিতে কহ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় সভায প্রবেশ করিয়া নানাবিধ ভেটের দ্রব্য দিয়া নওয়াবের সম্মুখে দণ্ডাযমান রহিলেন। নওয়াব সাহেব ভেটের সামগ্রী দৃষ্টি করিযা তুষ্ট হইয়া বসিতে বলিলেন এবং শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা করপুটে নিবেদন, করিলেন, মহাশয়ের প্রসাদাৎ সকলই মঙ্গল এবং শরীরও ভাল আছে। এইরূপ অনেক শিষ্টাচারের পর রাজা নিবেদন করিলেন, যদি আজ্ঞা হয় অদ্য বাসায যাই। নওয়াব গমন করিতে অনুমতি দিলেন।

রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ এবং মীর জাফরালি খাঁ, ইহাঁদিগের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমক করিয়া আত্ম নিবেদন করিলেন। জগৎশেঠ

মহারাজ মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আহ্বান ক্রমে সভাস্থ হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে পর রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, আপনারা সকলেই বিবেচনা করুন, দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত, ক্রমে ক্রমে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব কি করা যায়? এই কথার পর মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন, আমরা পুরুষানুক্রমে নওয়াবের চাকর, যদি আমাদিগের হইতে নওয়াব সাহেবের কোন ক্ষতি হয়, তবে ভূতিদেশ অচিরাৎ উচ্ছন্নদশায় নিপতিত হইবেক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এতাবদ্বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্ত্তা, আমি আপনাদিগের মতাবলম্বী, যেরূপ কহিবেন সেইরূপ কার্য্য করিব ইহা শুনিয়া জগৎশেঠ কহিলেন, অদ্য আপনি বাসায় যাউন; আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব। ইহা স্থির হইলে, রাজা বিদায় হইয়া বাসায় গেলেন।

পরে এক দিবস জগৎশেঠের বাটীতে সভা হইল। কহিলেন, এদেশে অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছে, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে; অতএব সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক উপায় চিন্তা না করিলে, কাহারো নিষ্কৃতি নাই, ভোগী ভৃত্যকুলে চির কাল দুরপনেয় অপযশঃ থাকিবেক। অতএব আমি কোন পরামর্শের মধ্যে থাকিব না,

তবে পূর্ব্বে যে দুই এক কথা কহিয়াছিলাম সে কেবল ক্রোধ ও অজ্ঞান প্রযুক্ত, এক্ষণে বিবেচনা করিলাম, এ সকল কার্য্যে আমার লিপ্ত থাকা ভাল নয়। রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মীর জাঁফরালি খাঁ এবং রাজা রামনারায়ণ উত্তর করিলেন, যদি আপনি এপরামর্শ হইতে ক্ষান্ত হয়েন, তাহা হইলে দেশ রক্ষা হয় না, ভদ্র লোকের ধন, প্রাণ, ও মান কিছুই থাকে না। তাঁহারা এই রূপ কহিলে মহারাজ মহেন্দ্র কহিলেন আপনাদিগের অভিলাষ কি? তখন রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, পূর্ব্বে এক দিবস এই কথার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাতে সকলে কহিয়াছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বুদ্ধিমান্ প্রাজ্ঞ ও কার্য্য কুশল তাঁহাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করা যাউক্, তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন সেইমত কার্য্য করা যাইবেক। এক্ষণে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উপস্থিত আছেন, ইঁহাকে প্রস্তাবিত বিষয়ের সুপরামর্শ জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সকলই জ্ঞাত হইয়াছেন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য বলুন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় হাস্য করিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়েরা সকলেই বিবেচক, আমি ক্ষীণবুদ্ধি, আপনারা আমাকে পরামর্শ দিতে যে অনুমতি করিতেছেন বড় আশ্চর্য্য; সে যাহাহউক, আমাদিগের দেশাধিকারী যবন, ইহার দৌরাত্ম্যে আপনারা ব্যস্ত হইয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা করিতেছেন সঙ্গত বটে কিন্তু সমভিব্যাহারী

মীরজাফরালি খাঁ সাহেব নিজে যবন হইযাযবনের অনিষ্টকল্পনা করিতেছেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।এই কথায সকলে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন হাঁ ইনি যবন বটে, কিন্তু হীনজাতি হইলেও ইঁহার প্রকৃতি হীন নহে। কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, এদেশের উপর বুঝি জগদীশ্বরের দ্বেষ হইয়া থাকিবেক, নতুবা এককালে এরূপ বিপদ সমূহ উপস্থিত হয না। প্রথমতঃ যিনি দেশাধিকারী তাঁহার পরানিষ্ট-চিন্তা যৎপরোনাস্তি, সুন্দরী রমণী দৃষ্টি মাত্রেই তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে প্রজাকুলের জাতি প্রাণ নষ্ট করেন। দ্বিতীয়তঃ বর্গী‡ আসিয়া লুঠ করে তাহাতে রাজার মনোযোগ নাই। তৃতীয়তঃ সন্ন্যাসীরা আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে, তাহাই ভাঙ্গিয়া জ্বালানি কাষ্ঠ করে, রাজপুরুষেরা নিবারণ করেন না। দেশে এইরূপ অশেষবিধ উৎপাত হইযাছে, অতএব দেশের কর্ত্তা যবন থাকিলে কাহারও ধর্ম্ম জাতি ও বিভব থাকিবে না, ঈশ্বরের বিড়ম্বনা না হইলে এত উৎপাত হয না। এই নিমিত্ত আমি অনেক ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বরপরায়ণ লোককে কহিয়াছি, আপনারা ঈশ্বরের আরাধনা করুন, তাহা হইলে উৎপাত নিবারণ ও যবনদিগের রাজ্য ভ্রংশ হয

‡ বোধ হয় মহারাষ্ট্রীযদিগের অত্যাচার হইবেক।

এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ও হিন্দু জাতি রক্ষা পায়। এই উপদেশ আমি সর্ব্বদাই দিতেছি কৃপাবান্ ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আপন সৃষ্টি কখনই নষ্ট করিবেন না। এক সুপরামর্শ আছে, যদি সকলের মত হয়, তবে আমি তাহার চেষ্টা করিতে পারি। সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন কি পরামর্শ বলুন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

দেশাধিকারী সর্ব্ব প্রকারে উত্তম হন, এবং অন্য জাতীয় ও এতদ্দেশীয় না হন, তবেই মঙ্গল হয়। জগৎশেঠ প্রভৃতি কহিলেন, কে এরূপ গুণশালী বিস্তার করিয়া কহ রাজা কহিলেন, বিলাত নিবাসী ইঙ্গরাজ জাতি, যাঁহারা কলিকাতায় কুঠী করিয়া অবস্থান করিতেছেন. যদি তাঁহারা এদেশের রাজা হন, তবে সকল মঙ্গল হইবে। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, তাঁহাদিগের কি গুণ আছে? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তর করিলেন, ইংরাজেরা বিবিধ গুণ বিশিষ্ট, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরহিংসা বিরহিত, রণনিপুণ, প্রজাপ্রেমিক, বিচিত্রক্ষমতাশালী, বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান, কুবের সদৃশ ধনী, পরম ধার্ম্মিক, অর্জ্জুন সদৃশ পরাক্রমী, যুধিষ্ঠির তুল্য প্রজাপালক, সকলেই একবাক্য, শিষ্টপালনে ও দুষ্টদমনে তৎপর; অধিক কি, যে সমস্ত অসাধারণ গুণে বিভূষিত হইলে মনুষ্য মানবজাতি মধ্যে প্রধান্য লাভ করিতে পারে, যাহা রাজাদিগের গুণ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়, সে সকল গুণই তাঁ-

হাদিগের আছে, অতএব তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে সকলের নিস্তার, নতুবা যবনে সকল নষ্ট করিবে। জগৎশেঠ কহিলেন, তাঁহারা উত্তম বটে, আমি জ্ঞাত আছি, কিন্তু তাঁহাদিগের বাক্য আমরা বুঝিতে পারি না, আমাদিগের বাক্যও তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন, এখন তাঁহারা কলিকাতায় কুঠী করিয়া বাণিজ্য করিতেছেন, সেই কলিকাতার দক্ষিণে কালীঘাট, তত্রস্থ কালীপ্রতিমা পূজার্থ আমি মধ্যে২ তথায় গিয়া থাকি; সেই কালে ঐ কুঠীর বড সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, ইহাতে তাঁহার চরিত্র সমস্তই আমি জ্ঞাত আছি। রাজা রামনারায়ণ কহিলেন, আপনি বলিলেন, কলিকাতায় বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাঁহার বাক্য আপনি কি প্রকারে বুঝেন, এবং আপনকার কথাই বা তিনি কি প্রকারে জ্ঞাত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় উত্তর করিলেন, কলিকাতায় বিস্তর বিশিষ্ট লোকের বসতি আছে, তাঁহারা অনেকেই ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়াছেন, এবং সেই সকল ভদ্র লোক সাহেবের কর্ম্মচারী, তাঁহারাই আমাদের পরস্পরের কথা বুঝাইয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলেই কহিলেন, ইহাঁরা এতদ্দেশের কর্ত্তা হইলে সকল রক্ষা পায়। অতএব আপনি কলিকাতায় গমন করিয়া, যে সকল কথা হইল, ইহা কঠীর সাহেবদিগকে জ্ঞাত করাইবেন এবং কহিবেন তাঁহাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা

করিতে হইবেক যে, তাঁহারা আমাদিগের দেশাধিকারী হইলে আমাদিগের এরাজ্যের প্রতুল করিবেন, এবং এখন আমাদিগের কার্য্য যেরূপ চলিতেছে এই রূপ রাখিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া সাহেবেরা যাহা বলেন তৎসমুদয় আপনি আমাদিগকে লিখিবেন। কৃষ্ণচন্দ্র রায় কহিলেন তাঁহারা দেশাধিকারী হইলে রাজ্যের প্রতুল হইবে তাহার সন্দেহ নাই, অতএব একথা আমাদের কহিবার আবশ্যক কি, কেবল এই প্রতিজ্ঞাই করান যাইবেক যে, আমাদিগের যেরূপ কার্য্য চলিতেছে এই রূপই রাখিতে হইবেক। এক্ষণে আপনারা আমাকে স্থির করিয়া অনুমতি করুন। পরে সকলেই কহিলেন, ইহাই স্থির হইল, আপনি গমন করুন। ইহা বলিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে বিদায় করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পর দিবস রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নওয়াব সাহেবের নিকট বিদায় হইয়া স্বরাজ্যে পুনরাগমন করিলেন। পরে শিবনিবাসের বাটীতে পৌঁছিয়া প্রধান পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, আমি একবার কালীঘাটে যাত্রা করিব, তুমি প্রস্তুত হও। অনন্তর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পাত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে উপনীত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কুঠার বড় সাহেবের নিকট স্বীয় পাত্রকে ইহা করিয়া প্রেরণ করিলেন যে, তুমি সাহেবকে নিবেদন কর, কল্য আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। পাত্র সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র

রাব কালীঘাটে আসিয়াছেন, তাঁহার বাসনা যে, মহাশয়ের সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন। সাহেব বলিলেন আসিতে কহিবেন। পরদিবস রাজা পাত্রকে সমভিব্যাহারে করিয়া সাহেবের নিকট গমন করিলেন। সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবামাত্র তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা করিয়া উপবেশনার্থ রাজাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। রাজা ও সাহেব উভয়ে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া কথা প্রসঙ্গে হাস্য পরিহাস্যাদি নানাবিধ শিষ্টাচার করিতে লাগিলেন। সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী উভয়ের বাক্য উভয়কে বুঝাইযা দিলেন। অনেকানেক কথার পর রাজা কহিলেন, মহাশয়! আমার কিঞ্চিৎ বিশেষ নিবেদন আছে। সাহেব কহিলেন কি নিবেদন বলুন। রাজা মুরশিদাবাদের তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন যে, এ রাজ্য আপনারা রক্ষা না করিলে আর উপায নাই, যাবতীয় লোক অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। এই কারণ নওয়াবের প্রধান পাত্র মিত্রগণ আমাকে আপনকার নিকটে প্রেরণ করিযাছেন। সাহেব সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্বাস দিযা কহিলেন, এই সংবাদ আমি বিলাতে লিখি, তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে, পশ্চাৎ যুদ্ধ করিয়া এতদ্দেশ হস্তগত করিব এবং তাবৎ প্রজাকে পরম সুখে রাখিব, আপনি এই সমাচার নওযাবের অমাত্যদিগকে লিখুন। এই বলিয়া কুঠীর বড় সাহেব যথেষ্ট আশ্বাস বাক্যে ও বিনয বাক্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে সম্বর্দ্ধনা

করিয়া বিদায় করিলেন এবং অবিলম্বেই এই সকল বৃত্তান্ত বিলাতে লিখিয়া পাঠালেন। রাজা শিবনিবাসেব বাটীতে গিয়া নওযাব সাহেবের প্রধান পাত্রকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিলেন তচ্ছ্রবণে সকলই হৃষ্ট হইলেন।

ঘটনাসূত্রে লোকের ভাগ্যে যে কি ঘটিতে পারে, নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা-ঘটিত পশ্চাল্লিখিত বৃত্তান্তই তাহাব আশ্চার্য্য দৃষ্টান্ত স্থল। সিরাজউদ্দৌলার মনে উদয় হইল যে, ইংরাজেরা আমাদের অধিকাবে অনেক কালাবধি বাণিজ্য কবিতেছে, এবং তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অর্থ লাভও করিয়াছে। কিন্তু তদ্বিষয়ে সরকারে অত্যল্পই রাজকর দেয, অতএব এক্ষণে তাহার কিছু বৃদ্ধি কবিতে হইয়াছে। মনে২ এই বিবেচনা করিয়া প্রধান২ কর্ম্মচাবিদিগকে ডাকিযা বলিলেন “ দেখ, যে সকল স্থানে ইংরাজদিগের কুঠী আছে, তত্রত্য সরকারী কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে পত্র লেখ যে, যে নিয়মে এক্ষণে ইংরাজদিগেব নিকট হইতে রাজকর আদায় হইয়া থাকে, অদ্যাবধি যেন তদপেক্ষা অধিক আদায করে, । ইহা শ্রবণ করিযা পাত্র কহিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় মহাজন, এদেশে অনেক কালাবধি বাণিজ্য করিতেছেন, নিযমিত বাজকর চিরকাল দেন, কখন অধিক দেন নাই, এখন আপনি অধিক লইবেন ইহা সৎ পরামর্শ বোধ হয় না, তবে মহাশয় কর্ত্তা, যেমন অভিরুচি হয। এই কথায যাবতীয প্রধান২ পাত্র মিত্রগণ সকলেই কহিলেন, মহেন্দ্র যাহা কহিতে-

ছেন ইহা অসঙ্গত নহে; আবহমান কাল যাহা হইয়া আসিতেছে এখন তাহার ব্যতিক্রম করা ভাল হয় না। পাত্র মিত্রগণের বাক্য শুনিয়া নওয়াব রাগান্বীত হইয়া কহিলেন,তোমরা আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য মাত্র, আমি যেমন কহিব সেইমত কার্য্য করিবে,তোমাদিগের বিবেচনায় কি করে? পুনরায় যদি এ বিষয়ে অন্য কথা কহ, তাহার সমুচিত দণ্ড করিব; সকলেই এতচ্ছ্রবণে নিঃশব্দ রহিলেন। যে যে স্থানে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল, তত্রত্য কর্ম্মচারিদিগের প্রতি এই আজ্ঞা লিপি প্রেরিত হইল, যে, যে ইংরাজ লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের করেবযে নিয়ম ছিল,অদ্যাবধি তাহাঅপেক্ষাঅধিক লইবে। এই সমাচার পাইয়া নওয়াবের কর্ম্মচারি লোকেরা কুঠীর কর্ম্মচারিদিগের স্থানে অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইল। ইংরাজদিগের কর্ম্মচারিগণ কলিকাতার কুঠীর বড় সাহেবকে বিস্তারিত সমাচার লিখিয়া পাঠাইলেন। সাহেব ঐ সকল পত্র পাইয়া সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন।

এদিকে নওয়াব সাহেব রাজা রাজবল্লভের উপর কোন কার্য্যবশতঃ ক্রোধান্বিত হইলেন, কিন্তু স্পষ্ট রাগ প্রকাশ করিলেন না। রাজা রাজবল্লভ আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সহিত গোপনে পরামর্শ করিলেন যে, নওয়াব সাহেব আমাদিগের উপর কুপিত হইযাছেন, অতএব যদি আমরা এখানে থাকি, তাহা হইলে জাতি প্রাণ ও

ধন সকলই বিনষ্ট হইবে; অতএব চল এই সময সপরিবারে পলায়ন করি। রাজা কৃষ্ণদাস কহিলেন সত্য বটে, এ নওয়াবের নিকটে থাকিলে কোনমতে নিস্তার নাই, কিন্তু পলাইয়াই বা কোথায় যাইব; সকল দেশই নওয়াবের অধিকার। রাজা রাজবল্লভ কহিলেন চল কলিকাতায় যাই, সে স্থান নওয়াবের অধিকার নহে; কলিকাতা ইংরাজদিগের অধিকার এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাদিগেব গুণ বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছেন, আমি জ্ঞাত আছিযেতাঁহারা শরণাগত জনকে ত্যাগ করেন না;অতএব কলিকাতায গমন করা পরামর্শ,নতুবা সকল নষ্ট হইবে এই স্থির করিযা রাজা রাজবল্লভ গোপনে সপরিবারে কলিকাতায পলায়ন পূর্ব্বক কুঠীর বড সাহেবের আশ্রয় লইলেন ও তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব আশ্বাস দিয়া বলিলেন তোমাদিগের কোন চিন্তা নাই. সচ্ছন্দে কলিকাতায থাক। ইহা বলিয়া আপনার প্রধান কর্ম্মচারিকে কহিলেন বাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জনে নওযাবের অত্যাচার অসহিষ্ণু হইয়া আমার শরণ লইযাছেন, তুমি ইহাঁদিগকে এক নিভৃত স্থানে রাখ। আজ্ঞাক্রমে প্রধান প্রধান ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকে উত্তম রূপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা শ্রবণ করিলেন যে রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস সপরিবারে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রুতিমাত্র নওয়াব ক্রোধান্বিত হইয়া

মহারাজ মহেন্দ্রকে আজ্ঞা করিলেন, অতি শীঘ্র কলিকা তার কুঠীর বড় সাহেবকে পত্র লেখ যে, আমার অধীন ভৃত্য রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে আছে, তাহাদিগের দুই জনকে বন্ধন করিয়া অবিলম্বে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। মহারাজ মহেন্দ্র নওয়াব সাহেবের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া নিঃশব্দ রহিলেন, কিঞ্চিৎকাল পরে নিবেদন করিলেন, যাহা আজ্ঞা হয় তাহাই লিখিব, কিন্তু এক পরামর্শ আছে। নওয়াব কহিলেন পরামর্শ আবার কি! মহেন্দ্র বলিলেন কলিকাতার কুঠীতে যে সাহেব লোক আছেন, তাঁহাদিগের জাতির এই নিয়ম যে শরণাগত ব্যক্তির নিমিত্ত আত্ম প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন, অপিচ এ কেবল তাঁহাদিগের নিয়ম নহে, সকল জাতিরই ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শরণাগত ত্যাগ করা অধর্ম্ম রূপে পরিগণিত আছে। অতএব নিবেদন কিঞ্চিৎ কালের জন্য রাজবল্লভ কলিকাতায় থাকুন, পশ্চাৎ কৌশল ক্রমে তাহাকে আনিতেছি, যদি হঠাৎ এমন কর্কশ পত্রআপনি পাঠান, আর কুঠীর বড় সাহেব রাজবল্লভকে ত্যাগ না করেন, তবে বিবাদ উপস্থিত হইবেক। ইহাতে মহাশয়ের যেমত আজ্ঞা হয়। নওয়াব শুনিয়া অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, কি! আমার আজ্ঞার উপর তর্ক বিতর্ক, এখনি কুঠীর বড় সাহেবকে লেখ। মহারাজ মহেন্দ্র নওয়াবের আজ্ঞানুরূপ পত্র লিখিলেন।

প্রথমতঃ আত্ম মঙ্গল সম্বাদের পর লিখিলেন, আমার ভৃত্য বাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণদাস এখান হইতে পলায়ন করিয়া আপনকার নিকটে রহিয়াছে। ভ্রাতঃ ? আপনি দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে পাঠাইবেন, কদাচ অন্যমত করিবেন না। এইরূপ পত্র লিখিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন। কুঠীর বড সাহেব লিপি পাইযা আপন প্রধান পাত্র ও মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া পত্র দেখাইলেন; তাঁহারা পত্রার্থ জ্ঞাত হইযা সাহেবকে সমস্ত বিবরণ অবগত করিলেন। সাহেব তচ্ছ্রবণে হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, পত্রেব উত্তর এইরূপ লেখ

এখানকার সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। ভাইজী সাহেবের পত্র প্রাপ্ত হইযা তন্মর্ম্ম অবগত হইলাম। আপনকার ভৃত্য রাজা রাজবল্লভ এবং রাজা কৃষ্ণদাস, এই দুই জন পলাযন করিয়া আসিযা আমার শরণাপন্ন হইয়াছে। আপনকার সঙ্গে আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে, আমার শরণাগত থাকিলে ইহারা ভয় হইতে মুক্ত হইবেক, ইহাই ইহাদের মানস। ইহাবা সামন্য লোক, এরূপ ক্ষীণবলের প্রতি আপনকার ক্রোধ করা মেষের প্রতি সিংহের পরাক্রম প্রকাশ মাত্র। বিশেষতঃ আপনি দেশাধিকারী, আপনার কর্ত্তব্য পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করেন। আর যদি যথার্থই ইহারা দোষী হইয়া থাকে, তবে এই ক্ষুদ্র অপরাধে এরূপ গুরু দণ্ড করা ভবা-

দৃশ ব্যক্তির উচিত হয় না; করিলে আপনার মহিমার ক্রটি হইবেক। লিখিয়াছেন, দুই জনকে বন্ধন করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন, এ বড় আশ্চর্য্য কথা। শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা সর্ব্বনীতি নিষিদ্ধ এবং আমাদিগের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি কৌশলক্রমে রাজবল্লভকে অল্প দিবসের মধ্যেই আপনার নিকট প্রেরণ করিব। আর, আমারা এদেশে অনেক কালাবধি বাণিজ্য করিতেছি, রাজকরের যে নিয়ম আছে, যথাকালে দিতেছি, এক্ষণে হঠাৎ আপনার কর্ম্মচারীগণ অধিক লইতে চাহে, আপনি তাহাদিগকে নিবারণ করিবেন। সাহেব এইরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। সিরাজউদ্দৌলা কুঠীর সাহেবের উত্তর পাইয়া পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কুঠীর সাহেব যে উত্তর লিখিয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর শীঘ্র লেখ। পাত্র আজ্ঞামতে প্রত্যুত্তর লিখিলেন, যথা।

আত্মমঙ্গল লিখিয়া লিখিলেন ভাইজীর উত্তর পত্র পাইয়া অবগত হইলাম, লিখিয়াছেন, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস দুই জন পলায়ন করিয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছে; অতএব শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করণে যথেষ্ট অধর্ম্ম সত্য বটে, কিন্তু রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও অধর্ম্ম আছে। আর আপনি বিদেশীয় মহাজন দেশাধিকারীর সহিত বিবাদ হয় এমন কার্য্য করা আপনার অনুচিত। আমি এ দেশের অধিকারী, আমার বাক্য রক্ষার্থে যদি

একবার নিয়ম ভঙ্গও হয তাহাও পণ্ডিতের কর্ত্তব্য; অধিক কি কহিব, আপনকার সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয আছে, যাহাতে সে প্রণয় ভঙ্গ না হয় এরূপ করিবেন। অপর লিখিয়াছেন আপনার কুঠী যে২ স্থানে আছে সেইং স্থানে আমার লোক অধিক রাজকর লইতে উদ্যত হইয়াছে, ইহা আমার জ্ঞাতসারেই হইয়াছে, তাহার কারণ এই, পূর্ব্বে যখন আপনারা এদেশে কুঠী করিলেন, তখন অল্পং সামগ্রীর বাণিজ্য করিতেন, এখন সৌভাগ্যক্রমে ক্রয বিক্রয় ও বাণিজ্য কার্য্য প্রবল লইয়াছে, অতএব কিরূপে পূর্ব্বের মত রাজকর থাকে। এবং বনিকদিগেরও ধর্ম্ম এই যে,যদি অধিক বানিজ্য হয়, তবে দেশাধিকারীকেও কিঞ্চিৎ অধিক দেয়। সে যাহাহউক, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে শীঘ্র এখানে পাঠাইবেন, এবং যে২ স্থানে আপনাদিগের কুঠী আছে সেইং কুঠীতে সমাচাব লিখিবেন অধিক রাজকর দেয। আপনার প্রণয়ানুরোধে আমি এরূপ করিতে পারি, যে, এক্ষণে যেরূপ রাজকব দিবেন, এইমত চিবকাল থাকিবে, ভবিষ্যতে আর রৃদ্ধি হইবেক না। এইরূপ পত্র লিখিযা কলিকাতায় পাঠাইলেন। দূত আসিযা কুঠীর বড সাহেবকে পত্র দিল। সাহেব পাঠ করিযা পুনবায উত্তব লিখিলেন, তাহাব বিববণ এই।

আপন মঙ্গল ও শিষ্টাচারের পর লিখিলেন, নওয়াব ভাইজীউ সাহেবের পত্র পাইযা সকল সংবাদ জ্ঞাত হই-

লাম, রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে সমর্পণার্থ পুনঃ পুনঃ লিখিতেছেন, আর বলিয়াছেন, যে, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, অতএব তাহা পালন করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্র ব্যবস্থা দিতেছে যে, শরণাগত জনকে প্রাণপণ করিয়া রক্ষা করিবেক, কদাচ তাহাকে ত্যাগ করিবে না। আর দেশাধিকারী ব্যক্তি প্রাণ দণ্ড করিতে পারেন, তাঁহার সহিত বিবাদে প্রাণের শঙ্কা, কিন্তু শরণাগতের কারণ সে শঙ্কা করিবেনা, শাস্ত্রে তাহার ভূবিং প্রমাণ আছে। অতএব যখন প্রাণপণ বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, তখন শরণাগতের জন্য যদি দেশাধিকারীর সহিত বিবাদ হয়, তাহাও স্বীকার করিবে, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়; তাহাতে যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকাব করিয়া ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রের নিযম রক্ষা করিবে। আপনকার নিকট বিবিধ শাস্ত্র বিশারদ নীতি বিজ্ঞ অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি তাঁহাদিগের ব্যবস্থাতে শরণাগতকে ত্যাগ করা বিধেয় হয়, ত.ব আমি এই দণ্ডেই বাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে ত্যাগ করিব। আর এ রাজ্য পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ছিল, আপনার নিকটে অনেকং হিন্দু কর্ম্মচারী আছে, তাহারা অবশ্য আপনং শাস্ত্র জ্ঞাত আছে।' হিন্দু-শাস্ত্রে শরণাগত পরিত্যাগ উৎকট পাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত আছে, ইহা সকলেই জানে। আমি প্রা

চীন ইতিহাস হইতে এবিষয়ের কয়কটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। পুরা কালে দণ্ডী নামে এক রাজা রাজ্য করিতেন। তিনি অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। এক দিবস মহারাজ মৃগয়ার্থ যাত্রা করিলেন; সসৈন্যে বনপ্রবেশ করিয়া নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে মৃগ অন্বেষণ করতঃ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা এক চঞ্চল প্রকৃতি মনোহর অশ্বিনী তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। রাজা এরূপ সুগঠন তুরঙ্গিণী দর্শনে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং অনুচরদিগকে সেই বাজিনী ধরিতে অনুমতি দিলেন। অনুমত্যনুসারে সৈন্যগণ তখনি সেই ঘোটকীকে ধরিল। মহারাজ সেই শীকার লইয়া রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

অশ্বিনী, দিবসে ঘোটকী ও রাত্রি কালে এক পরম-সুন্দরী কন্যা হয়। ক্রমে ক্রমে এই আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইল। দণ্ডী রাজা অশ্বিনীর এরূপ বিরুদ্ধ প্রকৃতি-পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান দ্বারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিবস রজনী যোগে অশ্বিনীকে কন্যা রূপ ধারণ করিতে দেখিবামাত্র অমনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কি নিমিত্তেই বা তোমার এরূপ আকার ভেদ হয়? সত্য করিয়া বল। কন্যা উত্তর করিল মহারাজ! আমার পরিচয় শ্রবণ করুন। আমি স্বর্গ-নর্ত্তকী ছিলাম, এক দিবস ইন্দ্রের সভায় নৃত্য করিতেছিলাম, হঠাৎ অন্যমনস্কা হওয়াতে তাল

ভঙ্গ হইল; দেবাধিপতি ইন্দ্রদেব এই অপরাধে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং এই শাপ দিলেন যে তুমি অশ্বযোনি প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য লোকে বনমধ্যে নৃত্য কর। আমি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলাম, পরিশেষে অমরপতি অনুকূল হইয়া আমাকে এই বর দিলেন যে, তুমি যখন রজনীতে কন্যা হইবে ও দিবসে ঘোটকী হইবে তখন, অতি প্রতাপান্বিত দণ্ডী রাজা তোমাকে ধরিবেন এবং তৎপরেই তুমি শাপ মুক্ত হইবে। দণ্ডী রাজা এই অপূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ও প্রীতি পূর্ব্বক রক্ষাণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দণ্ডী রাজার অশ্বিনীলাভ বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ এই অপূর্ব্ব ঘোটকীকে গ্রহণার্থ লোলুপ হইলেন এবং দণ্ডী রাজার নিকট নিজাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। রাজা কোন মতে তুরঙ্গী দানে সম্মত হইলেন না, পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ রণসজ্জ হইলেন। দণ্ডী রাজা শ্রীকৃষ্ণের রণসজ্জা শ্রবণে ভীত হইলেন। এবং পাণ্ডুকুলতিলক প্রচণ্ডবীর্য্যবান ভীমের আশ্রয় লইলেন। ভীম আশ্বাস দিয়া দণ্ডী রাজাকে অশ্বিনী সহ আপন গৃহে রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে, তাঁহার বিপক্ষ, ভীমের শরণাগত হইয়াছে, অতএব অশ্বিনী সহ দণ্ডী রাজাকে সমর্পণার্থে ভীমের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীম দূতমুখে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ শ্রবণ করিয়া

বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। এক দিকে শরণাগত রক্ষা, আর দিকে চির-সুহৃদের কোপাগ্নি। তখন মনেং ভাবিতে লাগিলেন কি করা যায়,। আশ্রিত জনকে ত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা কাপুরুষের কর্ম্ম। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কোপানলে পতিত হইলে প্রাণ সংশয় হইবে সন্দেহ নাই। যাহা হউক অধর্ম্ম সঞ্চয় করিযা জীবন থাকা অপেক্ষা যুদ্ধে মরণই শ্রেয়ঃ। এই বিবেচনা করিয়া ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া পাণ্ডব-বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ভীম পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ আপন সহোদরদিগকে জানাইলেন এবং যুধিষ্ঠিব প্রভৃতি সকলে একত্রিত হইযা রণে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চ পাণ্ডবের রণবেশ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, তোমরা অতি অকৃতজ্ঞ, তোমরা আমার চিরাশ্রিত হইয়া এক্ষণে দণ্ডি রাজার জন্য আমাব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছ। পাণ্ডবেরা উত্তর কবিলেন আমরা আপনকার আশ্রিত সত্য বটে, কিন্তু শরণাগত জনকে প্রাণ পণে রক্ষা করিব, না করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। শ্রীকৃষ্ণ শুনিযা হাস্য করিলেন এবং কহিলেন ভ্রাতঃ যুধিষ্ঠির। তোমরা যথার্থ পুণ্যাত্মা ও ধর্ম্মপরাযণ। আমি তোমাদিগের সাহস ওধর্ম্ম পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ কৌশল করিয়াছিলাম। যাহা হউক তোমাদিগের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা দেখিয়া

আমি প্রীত হইয়াছি। ইহা কহিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপন বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অশ্বিনীও শাপ-মুক্ত হইয়া বিদ্যাধরী বেশে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভ্রাতঃ সিরাজউদ্দৌলা। দেখুন, হিন্দু-মতে শরণাগত ত্যাগ কতদূর বিগর্হিত ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, আমাদিগের শাস্ত্রেও শরণাগতকে ত্যাগ করায় যথেষ্ট নিষেধ আছে। অতএব বারং কেন লিখিতেছেন? আপনি এদেশের কর্ত্তা, আপনার নিকটে সকল জাতীয় মনুষ্য আছে, বরং সকলকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যাহা হউক; আমাদিগের এই পণ, প্রাণ সত্ত্বে শরণাগত ব্যক্তিকে ত্যাগ করিব না, অতএব রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে পশ্চাৎ সময় ক্রমে আপনকার নিকট পাঠাইব, এক্ষণে আপনি কিয়ৎকালের জন্য স্থির থাকিবেন। আর লিখিয়াছেন আমাদিগের বাণিজ্য অধিক হইতেছে অতএব রাজকর অধিক লাগিবেক। কিন্তু আমাদিগের বাণিজ্য এদেশে অনেক কালাবধি আছে। হস্তিনাপুরের সম্রাট যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে কত২ সুবা গিয়াছে, অদ্যাপি সেই নিয়মই অবাধে চলিত হইয়া আসিয়েছে, কখন অধিক দিই নাই, এখনও অধিক দিব না। আপনি বিবেচক, বিবেচনা করিয়া যাহা সৎপরামর্শ হয় করিবেন।

বড় সাহেব এই প্রকার পত্র লিখিয়া নওয়ার সাহে-

বের নিকট পাঠাইলেন। নাওয়াব সাহেব পত্র পাঠ মাত্র অত্যন্ত ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, কলিকাতার কুঠীর সাহেব বুঝি আমার বাক্য শুনিলেন না, অতএব আর একখান পত্র লেখ, যদি বাক্য রক্ষা করেন, ভালই; নতুবা আমি কলিকাতা লুঠ করিয়া তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। পাত্র নিবেদন করিলেন আপনি দেশাধিকারী, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রমত বিচার করিলে ভাল হয়। তাহাতে নওয়াব কহিলেন, আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে আমি শাস্ত্র বিচার করি না, তুমি শীঘ্র পত্রের উত্তর লিখিয়া দাও। মহারাজ মহেন্দ্র আর কোন উত্তর না করিয়া, পত্র লেখাইলেন, যথা

প্রথমতঃ শিষ্টাচারে পর লিখিলেন, আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম, আপনি অনেকানেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়াছেন, প্রাচীন ইতিহাস ঘটিত বিবিধ দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন, এ সকল সত্য বটে, কিন্তু কেবল রাজাদিগেরই এই পণ যে, শরণাগত ত্যাগ করেন না, তাহার কারণ এই,-রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন, তবে রাজ্যের বিস্তৃতি হয় না এবং পরাক্রমেরও ত্রুটি হয়। আপনি রাজা নহেন, ব্যবসায়ী সামান্য বণিক মাত্র. ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার কেন? অতএব যদি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে এখানে শীঘ্র পাঠান, ভালই, নতুবা আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব, আপনি যুদ্ধ সজ্জা

করিবেন। আর যদি ঐ দুজনকে পাঠান, যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে আপনকার নিকট পূর্ব্বের নিয়মিত অল্প করই লইব, কর্ম্মচারীগণকে আদেশ করিলাম তাহারা তাহাই গ্রহণ করিবে। কিন্তু শ্রীযুত কোম্পানির নামে যে ক্রয় বিক্রয় হইবেক তাহারই এই নিয়ম রহিল। অপর যত সাহেব লোকেরা বাণিজ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগের নিকট অধিক রাজকর লইব। আমার এই মাত্র উক্তি। আপনি বিবেচক, সৎপরামর্শ করিয়া পত্রের উত্তর লিখিবেন। সিরজউদ্দৌলা এই পত্র লিখিয়া কলিকাতায় বড সাহেবের নিকট পাঠাইলেন।

কুঠীর বডসাহেব পত্রার্থ জ্ঞাত হইযা আপনার কর্ম্মচারী দিগকে সমুদায় অবগত করিলেন, আর কহিলেন আমি রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কদাচ দিব না, অতএব বুঝি নওয়াবের সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইল, কিন্তু নওয়াব দেশাধিকারী, তাঁহার সৈন্য অধিক, আমি মহাজন, ব্যবসায়ী ব্যক্তি, আমার সৈন্য নাই ইহার উপায় কি? তোমরা এ নগরে বাস করিয়া রহিয়াছ, অতএব আপন২ পরিবার সকল অন্য দেশে প্রেরণ কর, আর যদি কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পার তাহারও চেষ্টা পাও। বড় সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে এই কথা বলিয়া, রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে কোন রূপেই পাঠাইবেন না এই অভিপ্রায়-ঘটিত এক পত্র লিখিয়া নওয়াব সমীপে পাঠাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা বড় সাহেবের এইরূপ পত্র পাঠ করিয়া, আজ্ঞা ভঙ্গ হেতুক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মন্ত্রিগণের নিষেধ না শুনিয়া অবিলম্বেই যাবতীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া যুদ্ধের কারণ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে কলিকাতার কুঠীর বড সাহেব শুনিলেন যে নওযাব সিরাজউদ্দৌলা সসৈন্য যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন। শুনিয়া আপনার যাবতীয় কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিযা কহিলেন, তোমাদিগকে পূর্ব্বেই সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছি, সম্প্রতি নওযাব সসৈন্য যুদ্ধার্থ আসিতেছেন, তোমরা সকলে সাবধান থাক, এবং আমাকে আর কিছু সৈন্য আনিযা দাও। ইহা শুনিয়া সাহেবের কর্ম্মচারীগণ সকলেই উদ্বিগ্ন চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং আজ্ঞানুসারে কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিযা দিয়া, আপন২ পরিবারদিগকে অতি গোপনীয স্থানে প্রেরণ করিলেন। আপনারা সকলে সৈন্যের সঙ্গে থাকিযা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং পুরাণ কুঠীর গড়ের উপর শারি২ কামান স্থাপন পূর্ব্বক রণসজ্জা করিয়া সকলে সদা সাবধান থাকিলেন। তখন পুরাতন কুঠীর নীচে গঙ্গা ছিল, বড সাহেব তাহাতে একখানি ছোট জাহাজে যাবতীয় ধন সম্পত্তি ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত রাখিলেন, এবং আপনি অতি সাহস পূর্ব্বক কুঠীর মধ্যে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইযা রহিলেন। এবং বাগ-

বাজারের পূর্ব্বে উপর পঞ্চবিংশতি কামান ও কিঞ্চিৎ সৈন্য রাখিয়া দিলেন।

দুই এক দিন পরেই নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ৪০।৫০ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। চিৎপুরের নিকটবর্ত্তী হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালেই ইংরাজদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অধীন ১৭০ জন মাত্র সেনা ছিল। কিন্তু তিনি ঐ অত্যল্প সেনাদিগকে এমনি কৌশল পূর্ব্বক স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহারা প্রথম যুদ্ধে নওয়াবের মহাবল সৈন্যদলকে পরাভব করিল এবং অনেককেই হত করিয়া ফেলিল। কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর সাহেবের সৈন্যেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধের মহা আড়ম্বের প্রায় সকল লোকেই শশ-ব্যস্ত হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস নৌকাযোগে বঙ্গ দেশে গমন করিয়া অতি গোপন ভাবে রহিলেন। নওয়াবের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিয়া নগরবাসিদিগের ধন সম্পত্তি ও দ্রব্য সামগ্রী অপচয় করিতে লাগিল। এবং নওয়াবের প্রধান প্রধান সৈন্য সকল পুরাণ কুঠীর নিকট উপস্থিত হইলে কুঠীর সাহেব তাহাদিগের সহিত রণ করিতে আরম্ভ করিলেন, শিলা বৃষ্টির ন্যায় গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কাহার শক্তি হইল না যে এক পদ অগ্রগামী হয়। সাহেবের যুদ্ধ ও সাহস দেখিয়া সকলেই মনেং প্রশংসা

করিতে লাগিল। এইরূপ সপ্তাহ যুদ্ধ হইলে, নওয়াবের বিস্তর সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি যাহা রহিল তাহাও বিস্তর, তাহাদিগের অস্ত্রবর্ষণে কুঠীর সাহেব গড়ের ভিতর আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। তখন নওয়াবের সৈন্যগণ গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুঠীর বড় সাহেব জাহাজের উপর থাকিয়াও অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিলেন, অবশেষে অসমর্থ হইয়া জাহাজ খুলিয়া বিলাত প্রস্থান করিলেন। তখন ভদ্র লোক সকলেই বিমর্ষ হইয়া কহিতে লাগিলেন হায়! এ দেশের আর মঙ্গল নাই; নওয়াবের যে অন্যায়, ইহাতে বিদেশীয় সওদাগরেরা আর এখানে আসিবে না। যদি কখন ইংরাজেরা এ দেশে পুনরায় আইসেন, আর যবনাধিকারীকে নষ্ট করেন, তবেই এ রাজ্যের মঙ্গল, নতুবা এ দেশের লোকের দুর্গতির আর সীমা নাই। এইরূপ পরস্পর কহিতে লাগিলেন। দেশের ইতর লোকেরা হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা এই প্রকারে সমরে জয়ী হইয়া যাবতীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন, কুঠীর সাহেবের চাকরদিগের বাটী ঘর যত আছে সকল ভাঙ্গিয়া দাও। আজ্ঞামাত্র সৈন্যগণ কলিকাতার যাবতীয় অট্টালিকা ভাঙ্গিতে লাগিল। নগরমধ্যে একটীও উত্তম অট্টালিকা রহিল না। অনন্তর সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতায় কতগুলি সৈন্য রাখিয়া মুরশিদাবাদে গমন করি-

লেন। পাত্র মিত্রগণ সকলে সশঙ্কিত হইলেন, কেহ কিছুই কহিতে পারিলেন না। এই রূপে এক বৎসর গত হইল।

অনন্তর ইংরাজ লোক পাঁচখানি জাহাজ সৈন্যে পূর্ণ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন, এবং দূত পাঠাইয়া সংবাদ লইলেন যে, নওয়াব কলিকাতায় কিছু সৈনা রাখিয়া আপনি রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা কলিকাতায় উঠিলেন এবং নওয়াবের সৈন্য দিগকে বলপূর্ব্বক কুঠীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জয় পতাকা উঠাইয়া দিলেন।

দেশস্থ লোকেরা পুনরায় ইংরাজের আগমন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং পূর্ব্বে যাহারা চাকর ছিল, তাহারা এতদ্বার্ত্তায় আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া স্ব স্ব পরিবার লইয়া নগরে প্রবেশ করিল। পরে সাহেবের নিকট নানা জাতীয় খাদ্য দ্রব্য ভেট দিয়া নিজ২ সমাচার জানাইতে লাগিল। সাহেব অনেক প্রকার আশ্বাস দিয়া পূর্ব্বে যে যে লোক যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, সেই সেই লোককে সেইং কর্ম্মে পুনঃ নিযুক্ত করিলেন। নগরবাসী লোকদিগের আনন্দের সীমা রহিল না। পরে সাহেব প্রধান কর্ম্মচারিকে এই আজ্ঞা করিলেন যে, পূর্ব্বে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আমার নিকটে আসিয়া অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে কহিয়াছিলাম বিলাতের আজ্ঞা না পাইলে নওয়াবের সহিত বিবাদ

করিতে পারি না। এখন বিলাতের কর্ত্তার আজ্ঞা পাইয়া আসিয়াছি, নওয়াবের সহিত যুদ্ধ করিব। এক্ষণে তাঁহারা আমাব সাহায্য করিবেন কি না? এই সমাচার রাজাকৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিয়া পাঠাও, তিনি কি উত্তর করেন জানিয়া পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবেক। কর্ম্মচারী কহিলেন, যে আজ্ঞা মহাসয়। আমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া সংবাদ আমাইতেছি। প র সাহেবের কর্ম্মচাবী তাঁহার আগমন বার্ত্তা সবিস্তর লিখিবা মহারাজের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূত কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে পত্র দিল। রাজা পূর্ব্বেই সাহেবের আগমন সংবাদ পাইয়া ছিলেন, এক্ষনে পত্র পাইয়া সমস্ত বিশেষ জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং দূতকে রাজপ্রসাদ দিয়া সাহেবকে পত্রের উত্তর এইরূপ লিখিলেন।

আপন মঙ্গলাদি এবং শীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিলেন, সাহেব পুনরায় আগমন করিযা কলিকাতা অধিকাব করিয়াছেন আমি এই সংবাদ রূপ অমৃতে অভিষিক্ত হইয়া আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়াছি. এতদিনের পর আমাদিগের এ রাজ্য বক্ষা পাইল বোধ হইতেছে; আপনাব সহিত পূর্ব্বে যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আমাদিগের অবস্থা অদ্যাপি সমুদায সেই রূপই আছে, অতএব তদনুসাবে একণেই আমি মুরশিদাবাদে লোক পাঠাইলাম, আপনি রণ

সজ্জা করিয়া প্রস্তুত থাকিবেন, মুরশিদাবাদের সমাচার পাইলেই সংবাদ পাঠাইব। কিন্তু পূর্ব্বে যে নিবেদন করিয়া আসিযাছি কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না।

এই প্রকার পত্র লিখিয়া কলিকাতায় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে মুরশিদাবাদে আত্ম পাত্রকে পাঠাইলেন। সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের লিপি পাইযা অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। এদিকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাযের পাত্র মুরশিদাবাদে উপনীত হইযা মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রামনারাযণ, ও জগৎশেঠ এবং জাফরালি খাঁ প্রভৃতি সকলকে পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ করিয়া দিলেন। তাহাতে সকলেই যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তোমার রাজাকে সংবাদ দাও যে কলিকাতায লোক পাঠান, ও যাহাতে সাহেব ত্বরায সৈন্য সহিত আইসেন তাহা করেন"। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন, "আমি নওয়াবের সেনাপতি, সকল সৈন্যই আমার বশতাপন্ন, যেমত কহিব, সৈন্যেরা তাহাই করিবে। কিন্তু আমার এক কথা সাহেবকে পালন করিতে হইবে; তাহা যদি তাঁহাকে স্বীকার করাইতে পার, তবে সাহেব যেমন আজ্ঞা করিবেন সেইমত কার্য্য করিব"। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র কহিলেন, সেকি কথা? আজ্ঞা

করুন, আমি সাহেবকে নিবেদন করিয়া স্বীকার করাইব। মীর জাফরালি খাঁ কহিলেন, যদি সাহেব এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, পশ্চাৎ এ দেশের নওয়াবী আমাকে দিবেন তাহা হইলে আমি অনায়াসেই সাহেবের জয় সাধন করিতে পারিব। তুমি অগ্রে এই কথার উত্তর আন।

জাফরালির এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ সিংহ বিস্তারিত সমাচার আপন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মুরশিদাবাদের যাবতীয় সংবাদ লিখিয়া কলিকাতার সাহেবকে জ্ঞাত করাইলেন। সাহেব সমস্ত শুনিয়া যথেষ্ট হৃষ্ট হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে লিখিলেন, নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নওয়াবী চাহিয়াছেন, আমিও সত্য করিলাম সিরাজউদ্দৌলাকে দূর করিয়া মীর জাফরালি খাঁকেই নওয়াব করিব। আপনি এই সমাচার মীর জাফরালি খাঁকে দিলে পর, তিনি যেমন উত্তর করেন তাহা আমাকে লিখিবেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সাহেবের পত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া বিস্তারিত সমাচার লোকদ্বারা আপন পাত্রকে জানাইলেন। পাত্র সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া মীর জাফরালি খাঁর নিকট গমন পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলেন। মীর জাফরালি খাঁ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি আর

মনোযোগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব না, তুমি সাহেবকে সমাচার লেখ তিনি শীঘ্র যুদ্ধ করিয়া জয়ী হউন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র নিবেদন করিলেন, যেমন সাহেব সত্য করিয়াছেন আপনাকে নওয়াব করিবেন তেমনি আপনিও সত্য করুন যে, মনোযোগ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না। এই কথায় মীর জাফরালি খাঁ হাস্য করিয়া সত্য করিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পাত্র ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বিদায় হইলেন।

পরে কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া দেখেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় শিবনিবাসের বাটীতে গিয়াছেন। তিনি নওয়াবের শঙ্কায় কখন কোথায় থাকেন, তাঁহার ভৃত্যবর্গেরাও জানেনা। সর্ব্বদা কেবল এই চিন্তাই করিতেছেন যে, এই সকল কথার যোজনাকর্ত্তা আমি, ইহা যদি নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার কর্ণগোচর হয়, তবে আর আমার নিস্তার নাই। ইতিমধ্যে পাত্র মুরশিদাবাদ হইতে মহারাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ জ্ঞাত হইয়া পাত্রকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি অদ্যই কলিকাতায় গমন কর, বিস্তারিত সমাচার সাহেবের নিকটে নিবেদন করিয়া শীঘ্র যাহাতে নওয়াব নিপাত হয় তাহার চেষ্টা পাও। পাত্র রাজাজ্ঞানুসারে কলিকাতায় আসিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। সাহেব তুষ্ট হই-

যা পাত্রকে রাজপ্রসাদ দ্রব্য দিয়া যথেষ্ট সম্মান করিযা বিদায় করিলেন। এবং আপন যাবতীয় সৈন্যকে আজ্ঞা করিলেন যে তোমরা সকলে সুসজ্জ হইযা প্রস্তুত হও, আমি কল্য নওযাব সিরাজউদ্দৌলাব সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব। আজ্ঞামাত্র সকল সৈন্য রণসজ্জা করিযা প্রস্তুত হইল। সাহেব দেখিলেন, সকল সৈন্য প্রস্তুত হইযাছে, তখন শুভক্ষণে যাত্রা করিলেন। নানা প্রকার রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল। বাদ্যের ধ্বনি শ্রবণ ও সৈন্যের অপূর্ব্ব সজ্জা দর্শন করিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইয়া জয়২ ধ্বনি করিতে লাগিল। সাহেব আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিয়া দিলেন, যে, গ্রামের লোকের উপর কোন সৈন্য যেন দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, এই আদেশ দিয়া সৈন্য সঙ্গে করিয়া চলিলেন। পরে মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সমাচার হইল যে ইংরাজেরা নওয়াবের সহিত রণ করিতে আসিতেছেন। নওযাব সাহেব পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিলেন, এক্ষণে বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া আপন সেনাপতিকে আজ্ঞা করিলেন, তুমি পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইযা পলাশির বাগানে গিযা প্রস্তুত থাক। সাবধানে সমর করিবে যেন কোনরূপে ইংরাজেরা জয়ী হইতে না পারে, অবশিষ্ট যাহা এখানে থাকিল, তাহা লইয়া আমি পশ্চাৎ যাইতেছি। দেখ, ইংরাজেরা বড় যোদ্ধা এবং

অশেষ মন্ত্রণা জানে, কোন রূপে যেন ত্রুটি না হয়, সাবধান সাবধান। সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ নওযাবের আজ্ঞায় সৈন্যের সহিত পলাশির বাগানে আসিয়া রণ সজ্জা করিয়া থাকিলেন, কিন্তু মনোমধ্যে বিতর্ক করিতে লাগিলেন কিরূপে ইংরাজেরা জয়ী হইবেন। অনেক ক্ষণের পর প্রধান২ সৈন্য দিগের সহিত প্রণয় করিয়া কহিলেন, তোমরা কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক রণ করিও না। যে সেনাপতি, সেই যদি একপ কহিতে লাগিল, সুতরাং অপর সৈন্যেরা ঔদাস্য অবলম্বন করিল। পরে ইংরাজেরা সসৈন্য পলাশির বাগানে উপনীত হইয়া সমরারম্ভ করিলেন। নওয়াবের প্রধান সৈন্যেরা মনোযোগ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিল না, এবং ইংরাজদিগের গোলা বৃষ্টিতে শতং লোক প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মোহন দাস নামে একজন নওযাবের চাকর মুরশিদাবাদে গিয়া নওযাব সাহেবকে কহিল, আপনি কি করেন, আপনার সৈন্যেরা পরামর্শ করিয়া আপনাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। নওযাব বলিলেন সে কেমন? মোহন দাস কহিল, সেনাপতি মীর জাফরালি খাঁ ইংরাজদের সহিত প্রণয় করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক রণ করিতেছে না, অতএব নিবেদন, আমাকে কিছু সৈন্য দিয়া পলাশির বাগানে প্রেরণ করুন, আমি যাইয়া যুদ্ধ করি। আপনি অবশিষ্ট সৈন্য

লইয়া সাবধানে থাকিবেন, পূর্ব্বের দ্বারে যথেষ্ট লোক রাখিবেন এবং এক্ষণে কোন ব্যক্তিকেই বিশ্বাস করিবেন না। নওযাব, মোহন দাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইযা সাবধানে থাকিলেন। মোহন দাসকে পঁচিশ হাজার সৈন্য দিয়া এবং অনেক আশ্বাস প্রদান করিযা পলাশিতে প্রেরণ করিলেন। মোহন দাস উপস্থিত হইযা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইংরাজসৈন্যেরা সশঙ্কিত হইল। মীর জাফরালি খাঁ দেখিলেন এ কর্ম্ম ভাল হইল না যদি মোহন দাস ইংরাজকে পরাভব করে, আর এই নওযাবই থাকে তবে আমাদিগের সকলেরই প্রাণ যাইবে, অতএব মোহন দাসকে নিবারণ করিতে হইযাছে। ইহা বিবেচনা করিযা নওযাবের দূত করিযা এক জন লোককে পাঠাইলেন। সে মোহন দাসকে কহিল আপনাকে নওয়াব সাহেব ডাকিতেছেন শীঘ্র চলুন। মোহন দাস কহিল আমি রণ ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে যাইব? নওযাবের দূত কহিল আপনি রাজাজ্ঞা মানেননা। মোহন দাস বিবেচনা করিল এ সকলি চাতুরী, এ সময নওযাব সাহেব আমাকে কেন ডাকিবেন? ইহা অন্তঃকরণে স্থির করিযা দূতের শিরশ্ছেদন করিযা ফেলিল, এবং পুনরায় সমর করিতে লাগিল। মীর জাফরালি খাঁ বিবেচনা করিলেন বুঝি প্রমাদ ঘটিল, পরে আত্মীয এক জনকে আজ্ঞা করিলেন তুমি

মোহন দাসের সৈন্য হইযা তাহার নিকটস্থ হও, এবং মোহন দাসকে নষ্ট কর। আজ্ঞা মাত্র এক জন মোহন দাসের নিকট গমন করিযা অগ্নিবাণে তাহাকে সংহার করিল। মোহন দাস পতিত হইলে নওয়াবের সেনাগণ হতাশ হইযা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতে লাগিল। তাহাতেই ইংরাজেরা জযী হইলেন। পরে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন এক্ষণে আর কোন মতে রক্ষা নাই, আপন সৈন্যই বৈরী হইয়াছে। অতএব আমি এখান হইতে পলাযন করি, ইহা স্থির করিযা নৌকারোহণে পলাযন করিলেন। পরে মীর জাফরালি খাঁ, সাহেবের নিকট সকল সমাচার নিবেদন করিযা মুরশিদাবাদের গড়েতে গমন পূর্ব্বক ইংরাজী পতাকা উঠাইয়া দিলেন। তখন সকলে, ইংরাজ মহাশযদিগের জয হইয়াছে, বুঝিতে পারিযা জয ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল। যাবতীয প্রধান প্রধান মনুষ্য ভেটের দ্রব্য লইয়া সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব সকলকে আশ্বাস দিযা, যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন সেই কর্ম্মেই তাঁহাকে নিযুক্ত রাখিযা রাজ প্রসাদ দিলেন। মীর জাফরালি খাঁকে নওযাব করিয়া সকল কর্ম্মচারীকে আজ্ঞা করিলেন, যে, তোমারা এমত সাবধানপূর্ব্বক রাজ কার্য্য করিবে যেন রাজ্যের প্রতুল হয় এবং প্রজা সকল

সুখে থাকে। বড সাহেবের আজ্ঞানুসারে সকলে কার্য্য করিতে লাগিল।

এদিকে নওযাব সিরাজউদ্দৌলা ক্রমাগত দ্রুতবেগে পলাযন কবিবা অনেক দূর গমন করিলেন, তিন দিবস অভুক্ত, অত্যন্ত ক্ষুধিত' নদীর তটের নিকট এক ফকীরের আশ্রম দেখিয়া, নৌকার কর্ণধারকে কহিলেন এই ফকীবের স্থানে তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী চাহিয়া আন। কর্ণধার ফকীরের নিকট গিযা বলিল এক জন মনুষ্য বড় ক্ষুধার্ত্ত, কিঞ্চিৎ আহার করিবে, আপন কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দেউন। ফকীব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকট আসিযা দেখিল নওযাব সিবাজউদ্দৌল', অত্যন্ত বিষণ্ণবদন। অনন্তব। কর্ণধারের স্থানে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বিবেচনা করিল. নওয়াব পলযন কবিযা যায়. ইহাকে ধবিয়া দিতে হইবে, এ বেটা আমাকে পূর্ব্বে অত্যন্ত নিগ্রহ কবিযাছিল, এইবার তাহাব শোধ লইব। ইহাই মনেং স্থির করিযা কবপুটে বলিল আমি আহারেবদ্রব্য প্রস্তুত করি, আপনাবা সকলে ভোজন কবিয়া প্রস্থান করুন। ফকীরেব প্রিয বাক্যে নওয়াব অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ফকীরের আশ্রমে গমন করিলেন। ফকির খাদ্য সামগ্রীর আযোজন কবিতে লাগিল, এবং নিকটে নওযাব মীর জাকরালি খাঁর চাকর ছিল, গোপনে তাহাকে সম্বাদ দিল ? তাহারা সম্বাদ পাইবামাত্র অনেকে একত্র হইয়া নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাকে ধবিয়া মুরশিদাবাদে আনিল।

পরে মীরণকে সম্বাদ দিয়া, বড় সাহেবকে সংবাদ দিতে যাইতেছিল, কিন্তু মীরণ নিষেধ করিয়া কহিলেন আর কাহাকেও এ সমাচার কহিও না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যদি বড় সাহেব, কিম্বা পাত্র-মিত্রগণ এ সংবাদ শ্রবণ করেণ, তাহা হইলে সিরাজউদ্দৌলা কদাচ নষ্ট হইবে না, এবং আমাদিগেরও মঙ্গল হওয়া দুর্ঘট। অতএব নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাকে আর এক দণ্ডও জীবিত রাখা উচিত নয়। মীরণ ইহা স্থির কযিযা আপনি খড়্গহস্তে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলাব নিকটে উপস্থিত হইল। সিরাজউদ্দৌলা দেখিলেন মীরণ আমাকে ছেদন করিতে আসিতেছে, তখন মীরণকে অনেক স্তুতি করিলেন। কিন্তু দুর্দ্দয় মীরণ কোন প্রকাবে ক্ষান্ত হইল না। সিরাজউদ্দৌলা কি কবেন, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া নিঃশব্দে বহিলেন। মীরণ খড়্গ দ্বারা তাঁহাব মস্তক ছেদন করিল। এই সকল বৃত্তান্ত প্রচাব হইলে, বড সাহেব শ্রবণ কবিয়া যথেষ্ট খেদ করিলেম এবং পাত্র মিত্রগণও মহাব্যথিত হইযা শোক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ মহেন্দ্র পাত্র-কর্ম্মে আপন ভ্রাতাকে নিযুক্ত করিযা সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন। তখন বড় সাহেব বিবেচনা কবিলেন যে যবনজাতিকে প্রত্যয় নাই। অতএব পূর্ব্বে যবনদিগের প্রতি যেরূপ নওয়াবী ভার ছিল সেরূপ না রাখিয়া, রাজ্য আপন

কবায়ত্ত করিতে লাগিলেন। স্থানে২ নওযাবের লোক কার্য্য কবিতে লাগিল, কিন্তু তাহাবা সাহেব লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিল। এইরূপ রাজকর্ম্ম হইতে লাগিল, রাজ্যও দিন২ শাসিত ও সুশৃঙ্খল হইযা আসিল। প্রজাদিগেব যথেষ্ট সুখ, কোন শঙ্কা বা কষ্ট নাই, দণ্ডতবে কেহ কাহাব উপব দৌবাত্ম্য কবিতে পাবে না, প্রজা সকল রামরাজ্যেব ন্যায সুখে কালযাপনকরিতে লাগিল।

কিযৎকালেব পব বড সাহেব বাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে কলিকাতায আহ্বান করিলেন। রাজা, বড সাহেবেব আজ্ঞা পাইযা কলিকাতায উপনীত হইয়া তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বড সাহেব রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে যথেষ্ট মর্য্যাদা কবিযা কহিলেন, এক্ষণে তোমারা যাহা মনোনীত, বিস্তারিত করিয়া বল, আমি পূর্ণ করিব। মহাবাজ কবপুটে নিবেদন কবিলেন, আমি কেবল অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষী। এই কথার পব বড সাহেব বাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাযকে কহিলেন, তুমি আমাব নিতান্ত বিশ্বাস পাত্র, আমি তোমাবই মন্ত্রণায সর্ব্বত্র জযী হইলাম, তোমাব যাহাতে ভাল হয আমি সর্ব্বদা করিব। মহাবাজকে এইরূপ অনেক প্রিয কথা কহিয়া সে দিবস বাসায বিদায ববিলেন। পর দিবস রাজাকে বহুবিধ বাজপ্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক যথেষ্ট সম্মান কবিলেন। এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায পূর্ব্বে যে এগাব লক্ষ টাকা রাজকর দিতেন তাহার পাঁচ লক্ষ ন্যূন করিযা ছয় লক্ষ টাকা রাজকর

নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজার সুখ্যাতি বিলাত পর্য্যন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-রায় বড় সাহেবের এইরূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া এবং রাজ্যের যথেষ্ট মঙ্গল করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের যে নাম দিয়াছিলেন, বড় সাহেবও সেই নাম প্রচার করাইলেন। যাবতীয় মনুষ্য পত্রাদিতে লিখিতে লাগিল, "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজরাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্ররায বাহাদুর"। এইরূপে সর্ব্বত্র মহারাজের সুখ্যাতি বৃদ্ধি হইল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় দুই সংসার করেন। দুই রাণীতে রাজার ছয় পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, এবং দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিবচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই রূপ, গুণ, বিদ্যা, ও বুদ্ধি, সর্ব্বাংশেই উত্তম হইয়া উঠিলেন। মহারাজ পুত্রদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আনন্দে থাকেন। নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক, কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি কেহ ন্যায় ইত্যাদি নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করেন, রাজাও তাঁহাদিগকে লইয়া শাস্ত্রালোচনার বিশুদ্ধ আমোদে কালক্ষেপ করেন, বিশেষতঃ তন্ত্র শাস্ত্রে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজ্যকালেই এতদ্দেশে কালী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি

দেবী পূজার প্রথম প্রচার হয়। কবি-কদম্ব ও রহস্যবিৎ পণ্ডিতদিগের সঙ্গেও মহারাজ বিস্তর আমোদ প্রমোদ করিতেন। তাঁহাব সভাতেই কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, প্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গল নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিত্ব-প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার সভাতেই গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রহস্যবিৎ পণ্ডিতগণ বিরাজিত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা, রাজা বিক্রমাদিত্যেব নবরত্নময়ী সভাব সদৃশী হইয়াছিল। রাজাব সুশাসন ও প্রজাবঞ্জন গুণে সকল স্থানই সুশাসিত ও সকল লোকই সুখী হইয়াছিল। অপর সাধারণ সকলের প্রতিই মহারাজের সনান দয়া ছিল। দরিদ্রকে ধন, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, ও তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দান করিয়া পরিতৃপ্ত কবিতেন। মহারাজ-সমীপে যে যাহা যাচ্ঞা কবিত, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার প্রার্থনানুরূপ সাহয্য করিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না।

মহারাজ এইরূপে কিষৎকাল বাজ্য করিতেছে- কুমার শিবচন্দ্র রায বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে নানা গুণ ভূষণে ভূষিত হইয়া উঠিলেন। রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন, তিনিও পিতাব প্রিয কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন।

মহারাজ মনেং বিবেচনা করিলেন, শিবচন্দ্র এক্ষণে নানা গুণে ভূষিত হইয়াছেন, অতএব ইহার প্রতি রাজকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, জীবনের অব-

শিষ্ট কাল- জগদীশ্বরেব আরাধনায যাপন কবাই কর্ত্তব্য হইয়াছে। যখন এইটী স্থির সিদ্ধান্ত হইল, তখন তিনি শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি মনে করিয়াছি তোমাদের এক ভ্রাতাব প্রতি সমস্ত রাজকার্য্যেব ভাবার্পণ করিয়া জীবনেব অবশিষ্টাংশ ঈশ্বরোপাসনায ক্ষেপণ করিব। অতএব আমি কল্য প্রাতঃকালে কল্পতরু-ব্রত অবলম্বন করিব, তৎকালে আমাব নিকট যে যাহা যাচ্ঞা কবিবেক, আমি তাহাকে তাহাই অর্পণ কবিব। এই গুপ্ত বার্ত্তা পাইযা শিবচন্দ্র মনেং অত্যন্ত আনন্দিত হইযা গমন কবিলেন, এবং পব দিন প্রত্যূষে উঠিযা বৃদ্ধ রাজাব শযনাগারেব দ্বারদেশে আসিযা দণ্ডাযমান থাকিলেন। বাজা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিযা শিবচন্দ্রকে দ্বাবদেশে দণ্ডাযমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, তুমি কি প্রার্থনা কব? শিবচন্দ্র উত্তর কবিলেন মহাবাজ! আমাকে সমুদব রাজত্ব প্রদান করিতে আজ্ঞা হয। মহাবাজ তথাস্তু বলিযা শিবচন্দ্রকে সমুদয় বাজ্য ভাব অর্পণ করিলেন। এই ঘটনাতে বাজ্য শুদ্ধ সমুদয় লোক জানিল যে, মহাবাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায কল্পতরু হইযা আপনাব সমস্ত রাজ্য প্রিযপুত্র শিবচন্দ্রকে অর্পণ করিয়া বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। এই ঘটনাসূত্রে রাজপরিবার মধ্যে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল এবং মহাবাজেব দ্বিতীয পক্ষের পুত্র শম্ভুচন্দ্র পৃথক্ হইয়া কৃষ্ণনগব রাজধানী হইতে হবধামে গিযা বাস করি-

লেন। অদ্যাপি সে স্থানে তাঁহার পরিবারেরা বাস করি-তেছেন।

যুবরাজ শিবচন্দ্র রায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎ-কাল রাজ্য করিলে পর, বৃদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের পরলোক প্রাপ্তি হইল।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, সমারোহ পূর্ব্বক পিতার অ-ন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, কলিকাতায় আসিয়া বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাহেব অনুগ্রহ করিয়া যথেষ্ট মর্য্যাদা পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ-প্রসাদ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজা শিবচন্দ্র রায় নিজ রাজ্যে আগমন করিয়া যাব-তীয় প্রধান২ পাত্র মিত্রগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা অনেক কালের মন্ত্রী, আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্গীয় মহারা-জেরা যেমন২ রাজনীতি ক্রমে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, সেইমত আমাকেও তোমরা মন্ত্রণা দিবে, আমিও সেই মত কার্য্য করিব। এই বাক্যে পাত্র মিত্রগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন,মহারাজ! আপনি মহামহোপা-ধ্যায়, সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, মহারাজকে মন্ত্রণা দিবার অপে-ক্ষা নাই, তবেযখন যাহা উপস্থিত হয়, স্মরণার্থ নিবেদন করিব। পাত্র মিত্রগণের বাক্যে রাজা শিবচন্দ্র রায় হৃষ্ট হইয়া রাজ-প্রসাদ দিয়া সকলের সম্মান করত পরম সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকালের পর মহারাজ শিবচন্দ্র রায় মনো-

মধ্যে বিবেচনা করিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা অশেষ প্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিয়া দেশ দেশান্তরে বিখ্যাত হইয়াছেন, অতএব আমিও সেইরূপ করিব, ইহা স্থির করিয়া, নবদ্বীপ হইতে প্রধান২ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন, তাঁহারা আগমন করিলে, যথোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন আমার ইচ্ছা, যে মহতী ঘটা করিয়া একটী যজ্ঞ করি, অতএব আপনারাবিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করুন, কি যজ্ঞ করিব। পণ্ডিতেরা কহিলেন, মহারাজ সোম যাগ করুন। মহারাজ শিবচন্দ্র রায় পণ্ডিতগণের বাক্যে সোম যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন, এবং আর ২ অনেক পুণ্যকর্ম্ম করণান্তর বহুবিধ দান করিয়া, ঈশ্বরে মনোনিবেশ পূর্ব্বক লোকান্তর গমন করিলেন।

মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র রায়, নবদ্বীপের রাজা হইলেন। পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্রী ছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদিগের লোকান্তর হইল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র রায় উপযুক্ত মনুষ্য না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন, দিন২ রাজ্যের হ্রাস ও নানাপ্রকারে অর্থনাশ হইতে লাগিল। তিনি কল্পতরু ন্যায় দাতা ছিলেন, সর্ব্বদা দান ধ্যান ও ঈশ্বরারাধনা করিতেন, কিছু কাল এইরূপে রাজ্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলেন।

মহারাজ ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের পুত্র গিরিশচন্দ্র রায় ক্রমে উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন। গিরিশচন্দ্র রায় ম-

হাশযকে সাহেবেবা সকলে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। যেসময়ে তিনি নবদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে রাজ্যেব অনেক হ্রাস হইযাছিল, তথাপি পূর্ব্বের মহাবাজেবা যেরূপ ব্যবহার করিযাছিলেন, মহারাজ গিরিশচন্দ্রও সেই ধাবায চলিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন, যাচক জনকে কদাচ বিমুখ করিতেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহারাজেরা যেরূপ ক্রিয়া কর্ম্ম করিতেন, পূর্ব্ববৎ রাজ্যের আযনা থাকিলেও, গিরিশচন্দ্র রায় সে সকল কৃত্যকলাপের কিছুই লোপ করেন নাই। পূর্ব্বে যেরূপ রাজনীতি ছিল, তিনিও সেইরূপ নীতি আচবণ করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ তাঁহার নিকট গমন করিলে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া বিদায কবিতেন, কোনমতেই নিন্দা বকর্ম্ম করিতেন না।

রাজা গৌরিশচন্দ্র রায বাহাদুর নিঃসন্তান হওয়াতে সর্ব্বদা মনোদুঃখে থাকিতেন। পরে রাজ্য এবং বংশ রক্ষার্থ আত্ম-বংশপ্রসূত একটী বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্নপ্রাশন দিযা, তাহাব শ্রীশচন্দ্র নামকবণ করিলেন। তদন্তব শ্রীশচন্দ্রকে লইযা কিছুকাল রাজ্য করিয়া মর্ত্তলীলা সম্বরণ করিলেন। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র রায় অতীব শান্ত-প্রকৃতি, অমায়িক-স্বভাব, পরোপকার-পরাযণ এবং লোকানুরাগ-প্রিয় হওয়াতে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। ক্রমে তিনি

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর কয়েক বৎসর রাজ্য করিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্রকে রাখিয়া, ১৭৭৮শকে অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে রবিবারে মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। রাজা শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুদিন এতদ্দেশীয় সকল লোকেরই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেক। কারণ, যে দিবস মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যু হয়, সেই দিবসেই, পণ্ডিতবর শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীর বিধবা কন্যা শ্রীমতী জগৎকালীর পাণি গ্রহণ করিয়া, এই রাজ্যে হিন্দুবিধবাবিবাহের প্রথম পথ প্রদর্শন করেন ইতি।

সমাপ্ত।